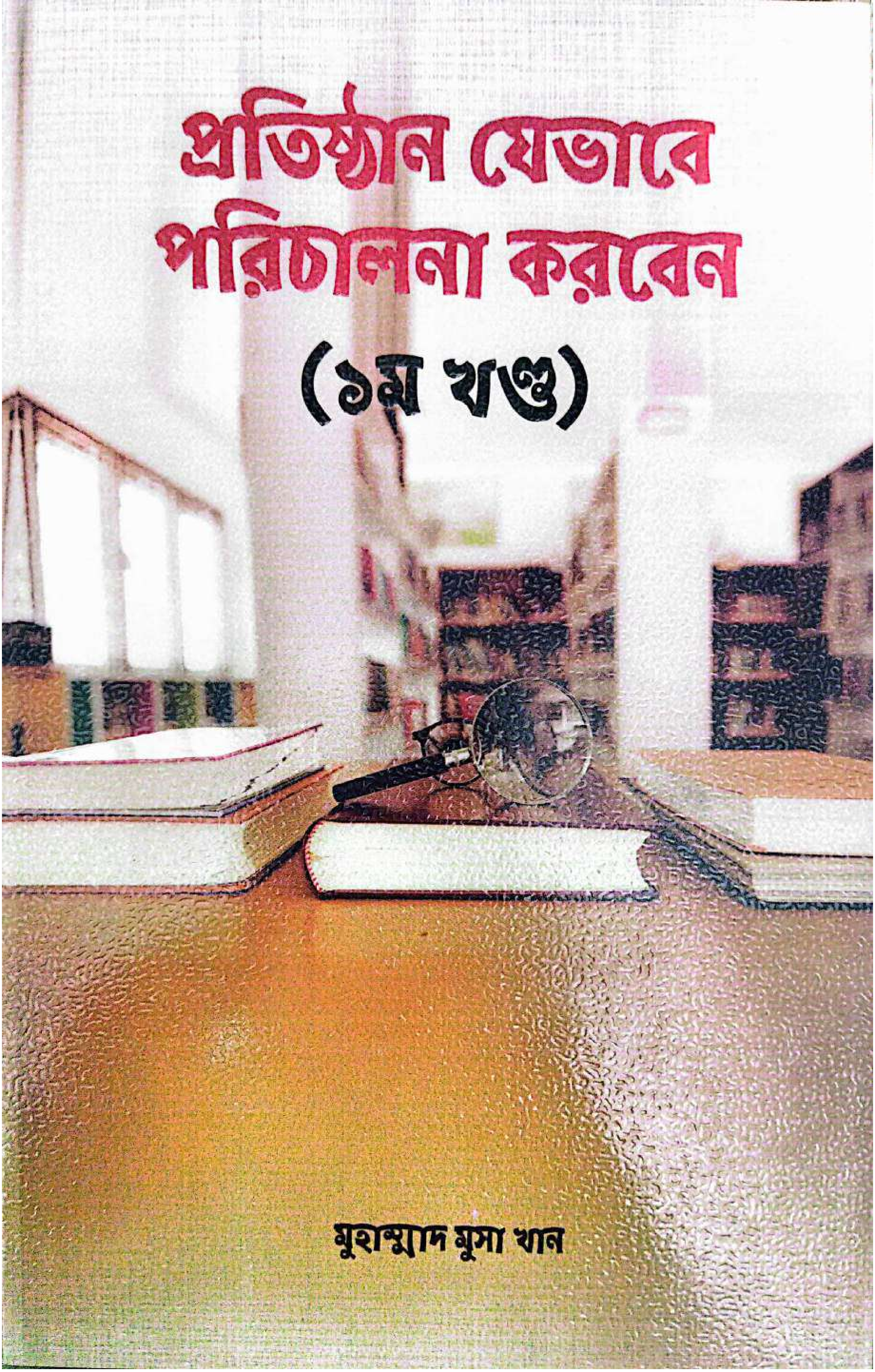

CamScanner

প্রতিষ্ঠান যেভাবে পরিচালনা করবেন-১

হাফেজ মাওলানা মুফতি মুহাম্মাদ মুসা খান

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক

মাদরাসায়ে আবু হুরায়রা (রা.),

মাদরাসায়ে হুসাইন (রা.)

ইতমিনান বালিকা হিফজুল কুরআন মাদরাসা

খতিব

মধুবাগ, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ঢাকা

মুহাদ্দিস

আল-জামিয়া আল-আরাবিয়্যা আনোয়ারুর রাহমানিয়া, কোনাপাড়া, ঢাকা

ইতমিনান পাবলিকেশন্স

আপনার সমস্যার সমাধান

ডেমরা, ঢাকা

মোবাইল: ০১৮৬৮-৬৮৩৬৬৮

CamScanner

ইসলামি আকিদা ও আরবি সাহিত্যের প্রাণপুরুষ, আদর্শ শিক্ষক

মাওলানা সফিউল্লাহ ফুআদ [আফাল্লাহু আনহু]-এর অভিমত

শিক্ষাবিষয়ক তত্ত্বাবধায়ক, মাহাদুশ শায়খ ফুআদ লিদ্দিরাসাতিল ইসলামিয়া ঢাকা

الحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله، وعلي آله وصحبه و تابعيهم باحسان إلي يوم الدين.

পরসমাচার, দ্বীনি মাদারিস ও প্রতিষ্ঠানগুলো হলো প্রকৃত নায়েবে-নবী তৈরীর কারখানা। সাম্প্রতিক সময়ে অনেক নবীন ফারেগীন ভাই মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করছেন। নিঃসন্দেহে দ্বীনি তাকাযা পূর্ণ করার লক্ষে মাদরাসা প্রতিষ্ঠার এ প্রয়াস অত্যন্ত প্রশংসনীয় এবং আশাব্যঞ্জক। এ সকল মাদরাসায় মুসলমানদের সন্তানদেরকে ইসলামের মৌলিক শিক্ষা প্রদান করা হয়। অঙ্কুরেই তাঁদের মননে-মগজে, চিন্তায়-মানসে সযত্নে বপন করা হয় কিতাব-সুন্নাহ ও কুরআন-হাদীসের বীজ।

আমার প্রিয়ভাজন মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা খান বেশ কয়েকটি শিশুতোষ মাদরাসা পরিচালনা করে আসছেন। শিশুতোষ কয়েকটি বইও রচনা করেছেন, যা ইতোমধ্যে বেশ কিছু মাদরাসার পাঠ্যতালিকায় যুক্ত হয়েছে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আলোকে প্রতিষ্ঠান পরিচালনা পদ্ধতি বিষয়ে তিনি আলোচ্য গ্রন্থটি রচনা করেছেন। আমি বেশ কিছু স্থান দেখেছি এবং কিছু প্রয়োজনীয় পরিমার্জনের পরামর্শ দিয়েছি। আশা করি, প্রতিষ্ঠান পরিচালকদের জন্য বইটি উপকারী প্রমাণিত হবে ইনশাআল্লাহ।

-সফিউল্লাহ ফুআদ [আফাল্লাহু আনহু]

২০.৩.১৪৪৪ হি./ ১৭.১০.২০২২ ইং

লেখকের কথা

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মাদ্‌রাসা শিক্ষাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা নেহাত কম নয়। গত এক দশকে সে সংখ্যাটি ক্রমবর্ধমান হারে বাড়তে বাড়তে প্রায় পঁচিশ হাজারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কোয়ান্টিটি প্রতিযোগিতা দিয়ে বেড়ে চললেও কোয়ালিটির দিক দিয়ে এ মাদ্‌রাসাগুলো সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন কি-না, তা নিয়ে যৌক্তিক প্রশ্ন তৈরি হয়েছে এবং প্রয়ত হচ্ছে। এর পেছনে বিশিষ্টজনরা সবচেয়ে বড় যে সমস্যাটি দেখছেন, সুনির্ধারিত এবং উল্লেখযোগ্য নীতিমালার অভাব এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেটি কাগজে-কলমে থাকলেও অনুসরণে যথেষ্ঠ হেঁয়ালি মনোভাব।

ফলে শৃঙ্খলা বজায় থাকছে না এবং কালিমালিপ্ত হচ্ছে নববী শিক্ষার পবিত্র এ ধারাটি। তাছাড়া মাদ্‌রাসা শিক্ষার অগ্রগতি যাদের অন্তর্জ্বালার কারণ, অগ্রযাত্রাকে দমিয়ে দেবার উপযুক্ত রসদও তারা পেয়ে যাচ্ছে আমাদের এই বেখেয়ালি মানসিকতার কারণে। অথচ নববী শিক্ষার দাবি ছিল পৃথিবীতে শিরদাঁড়া মর্যাদা নিয়ে এক অতুলনীয়

শিক্ষাব্যবস্থা হিসেবে তা কিয়ামত পর্যন্ত টিকে থাকবে। বিরোধীচক্র শত ছিদ্রান্বেষণ করেও খুঁজে পাবে না এর কোনো খুঁত, কোনো সমস্যা কিংবা প্রতিরোধ করার অস্ত্র।

তাই মাদ্‌রাসা পরিচালনায় আকাবির-আসলাফদের অভিজ্ঞতালব্ধ দিক-নির্দেশনা এবং আধুনিক সময়ের দাবি অনুযায়ী কিছু নিজস্ব ভাবনা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থটিতে সন্নিবেশ করা হয়েছে। এসব ভাবনায় আমাদের অভিজ্ঞতা অসম্পূর্ণ হলেও, যখনই অভিজ্ঞ এবং বিজ্ঞজনেরা শুনেছেন, উৎসাহ নিয়ে উপলব্ধি করেছেন এর বাস্তবতা।

সে উৎসাহকে কেন্দ্র করেই এই গ্রন্থটি প্রকাশের স্পৃহা এবং তাগাদা আমরা কয়েকগুণ বেশি অনুভব করেছি। তাই যোগ্যতার স্বল্পতা, ভাষাগত দুর্বলতা ও ইখলাসের অপূর্ণতা থাকার পরও কাজটি শেষ করেছি। কেননা এ বিশ্বাস আমাদের আছে, শত ব্যর্থতা সত্ত্বেও আল্লাহ চাইলে সফলতা এবং কামিয়াবী মুহূর্তের ব্যাপার মাত্র। তাই সুহৃদয় ভাই-বন্ধুদের প্রতি হৃদয়ের তরফ থেকে অনুরোধ থাকবে, অনাকাঙ্ক্ষিত ভুলত্রুটি মার্জনার দৃষ্টিতে দেখে কর্তৃপক্ষকে অবগত করার মাধ্যমে মাদ্‌রাসা শিক্ষার এই অগ্রযাত্রায় আমাদের সাথী হবেন। আল্লাহ আমাদের এ ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

- মুহাম্মাদ মুসা খান

সূচিপত্র

মাদ্রাসা শিক্ষা: পরিচয়, লক্ষ্য ও বৈশিষ্ট্য ------------------ ১৭

প্রারম্ভকথা --২০

পরিচালক কিংবা পরিচালনা পর্ষদ সংশ্লিষ্ট

একজন পরিচালক হিসেবে আত্মপ্রকাশের সূচনায় --------- ২২

নিয়তের পরিশুদ্ধতা ---------------------------------- ২২

অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছার কর্মপন্থা নির্ধারণ ------------------ ২২

নিজ মুরুব্বি অথবা আস্থাভাজন উস্তাদের অনুমতি----------২৩

পরিচালকের আসনে অধিষ্ঠিত হবার পর ----------------২৩

সংশ্লিষ্টদের পরামর্শক্রমে পরিচালনা----------------------- ২৪

পরামর্শসভা কীভাবে করবেন --------------------------২৫

সফল পরিচালক কে ---------------------------------২৮

ভেবেচিন্তে কাজ, কাজ করে ভাবনা নয়- ---------------- ২৯
কাজ শুরু করে দেবার পর দৃঢ় আত্মবিশ্বাস --------------- ২৯
প্রয়োজন ব্যতিক্রম এবং সৃজনশীল কর্মপন্থা ------------- ৩০
ব্যক্তি-পরিচালনার যোগ্যতা --------------------------৩২
শতভাগ মেহনত ------------------------------------ ৩৩
বিনয়াবনত চিত্তে কাজ ------------------------------ ৩৩
জবাবদিহিতা, তলব ও প্রয়োজনে অসন্তুষ্টি প্রকাশ -------- ৩৩
আবেগ এবং ভালোবাসাই প্রধান ---------------------৩৪
লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ-------------------------------------৩৪
পরস্পর সম্প্রীতি---৩৪
আন্তরিকতার কোনো কমতি যেন না হয়----------------৩৪
না বলতে পারার যোগ্যতা--------------------------- ৩৫
নেতা নয়, আমিরের গুণে গুণান্বিত হতে হবে ---------- ৩৬
নেতা ও আমিরের মধ্যে কর্মগত পার্থক্য -----------------৩৭
সুন্নাহসম্মত মার্জিত পোশাক-পরিচ্ছদ------------------ ৩৯
কথাবার্তায় শুদ্ধতা ------------------------------------৪০
কাজকর্মে শিক্ষকদের যথাযথ মূল্যায়ন -------------------৪০
ভুল সংশোধনে দূরদর্শিতা ----------------------------৪৩
সতর্ক করতে কোনো দ্বিধাবোধ নয়---------------------- ৪৪
শিক্ষকের মেজাজ বুঝে আচরণ------------------------ ৪৪
সমভাবে সবাইকে গুরুত্ব দেওয়ার যোগ্যতা -------------৪৬
শিক্ষকদের প্রতি অগাধ ভালোবাসার প্রকাশ ------------- ৪৭

CamScanner

সর্বদা শেখার আগ্রহ জীবন্ত রাখা ---------------------- ৪৯
অযাচিত সমালোচনা করা যাবে না ---------------------- ৫১
বেশি শোনা কম বলা---------------------------------- ৫১
রাগের মাথায় সিদ্ধান্ত নয় ---------------------------- ৫২
তদারকিতে অলসতা বর্জনীয় -------------------------- ৫২
খাবারের সমস্যা রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ------------ ৫৪
সংক্ষেপে সফল পরিচালকের আরও কিছু করণীয় ---------- ৫৫
প্রতিষ্ঠানের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিষয়ক নির্দেশনা ---------- ৫৮
প্রতিষ্ঠানের প্রসারে করণীয় কর্মপন্থা ---------------------- ৫৯
এসব তৈরির ক্ষেত্রে কয়েকটি বিষয় লক্ষণীয়— ------------ ৬০
মাঠপর্যায়ে কার্যক্রমের অনুকরণীয় পদ্ধতি—---------------- ৬২
অভিযোগমুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্মাণের অঙ্গীকার------------------ ৬৪
ব্ল্যাকমেইল চক্র থেকে সাবধান ------------------------ ৬৬

পড়ালেখার মানোন্নয়ন

প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যক্রম ------------------------------ ৭০
সুনির্দিষ্ট নেসাবের অনুসরণ--------------------------------- ৭০
সিলেবাস আকারে সুবিন্যস্তকরণ ------------------------ ৭১
স্বাভাবিক পরীক্ষার পাশাপাশি সাপ্তাহিক ক্লাস পরীক্ষা ------ ৭২
হাতের লেখার প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ ---------------- ৭৩
প্রত্যেক পরীক্ষার পূর্বে পরীক্ষার প্রস্তুতিমূলক শীট প্রদান ---- ৭৪
প্রহারমুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গঠন ------------------------ ৭৫

একান্তই শাসন করতে হলে দশটি নীতি অনুসরণীয় -------- ৭৭
অনাকাঙ্ক্ষিতভাবে কোনো শিক্ষক ছাত্রকে প্রহার করলে করণীয় - ৭৯

শিক্ষকসংশ্লিষ্ট

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়াবলী --------------৮২
শিক্ষককে যেসব গুণ-বৈশিষ্ট্যে গুরুত্ব দিতে হবে --------- ৮৬
নবাগত শিক্ষকের জন্য প্রাথমিকভাবে যা যা জরুরী ------- ৯০
শিক্ষকদের জন্য নিয়মতান্ত্রিক প্রশিক্ষণের আয়োজন -------৯৬
শিক্ষকদের ক্লাস পরিচালনার নির্দেশিকা প্রদান------------৯৫
ক্লাস পরিচালনার আরও কিছু সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা ------- ১০০
হিফজ বিভাগের উস্তাযদের জন্য করণীয় নির্দেশনা------- ১০৩
শিক্ষকদের জন্য পরীক্ষার খাতা দেখার কিছু নির্দেশিকা ----১০৭
ঘন ঘন শিক্ষক পরিবর্তন কারণ ও উত্তরণে কী করণীয় --- ১০৯
তবুও কেউ অব্যাহতি চাইলে করণীয় ------------------ ১১২
প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কারো বিদায়ের সিদ্ধান্ত হলে-------------১১৩
চারিত্রিক সমস্যা রোধে করণীয় ---------------------- ১১৪

অভিভাবকসংশ্লিষ্ট

অভিভাবকের যথাযথ মূল্যায়ন ----------------------১১৬
মূল্যায়ন কীভাবে করবেন --------------------------- ১১৭
অভিভাবক সম্মেলনের আয়োজন করুন---------------- ১১৯
একটি দাওয়াতনামা প্রতিটি অভিভাবকের হাতে পৌঁছানো--১২০

CamScanner

সফল পরিচালক কে

কোনো কোনো যোগ্যতার প্রশ্নে উত্তীর্ণ হতে পারলে একজন পরিচালককে সফল বলে বিবেচিত করা যেতে পারে। পূর্বাপর আলাপের ভিত্তিতে পাঠক সে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারলেও মোটাদাগে বিশেষ কিছু যোগ্যতার কথা উল্লেখ না করলেই নয়। সেগুলো হচ্ছে—

প্রয়োজন অনুসারে কখনো ধীরস্থির চিন্তা কখনো ত্বরিত সমাধানের যোগ্যতা একজন পরিচালকের জন্য প্রয়োজন ও অবস্থার বিবেচনায় কখনো ধীরস্থিরভাবে নিবিষ্ট মনে এবং কখনো দ্রুত চিন্তা করে ত্বরিত সমাধানের যোগ্যতা অর্জন করা জরুরী। স্বল্পমেয়াদীকাজ কর্মে অথবা দায়িত্ব পালনকালীন উদ্ভূত কোনো সমস্যার মুখোমুখি হলে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিতে দ্রুত চিন্তার প্রয়োজন হবে।

শুধু দ্রুততাই এখানে মুখ্য নয়, বরং দ্রুততার সাথে, এবং সেটা সমাধান হতে হবে সঠিক এবং সময়োপযোগিভাবে। এমন পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়া ছাড়া মৌলিকভাবে প্রতিষ্ঠানের সকল সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ধীরস্থির এবং গভীর চিন্তাভাবনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত প্রদানের প্রক্রিয়াকে প্রাধান্য দিতে হবে। আপনার কাছে থাকা প্রত্যেকটা তথ্য নিয়ে চিন্তা করুন। অভিজ্ঞতার ছাঁচে ফেলে বিবেচনা করুন। এসব ক্ষেত্রে ধীরস্থির চিন্তা না করার কারণে হুটহাট সিদ্ধান্ত নিয়ে নানাবিধ প্রতিকূলতার মধ্যে

পড়তে হয় আমাদের। যেমন: কোনো শিক্ষক নিয়োগ বা অব্যাহতি, পরস্পর কোন্দল, রাজনৈতিক অস্থিরতা, এলাকাবাসীর সঙ্গে কোনো বিবাদ বা অস্থিরতা, ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভালোভাবে বুঝে বাসিরাহ'র সাথে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

➤ ভেবেচিন্তে কাজ, কাজ করে ভাবনা নয়

কোনো পরিকল্পনা গ্রহণের ক্ষেত্রে আগে চিন্তা করুন, পরে কাজ করুন। আপনার কাজের সার্বিক বিষয়ে যত খুঁটিনাটি আছে, সম্ভাব্য প্রতিকূলতা, সংশ্লিষ্ট যোগসূত্র, সবকিছু সামনে এনে চিন্তা করুন। পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি বা রূপরেখা আপনি আবিষ্কার করেছেন, তার চেয়ে উত্তম কোনো পদ্ধতি আছে কি-না,তা খুঁজে বের করুন। সবকিছু যাচাই বাছাইয়ের পর যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, আল্লাহর তাওফিক চেয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে সেটা চূড়ান্ত ভেবে কাজ শুরু করে দিন। এখন আর দোটানা হয়ে নানা কুচিন্তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে অবিরাম কাজ করে যান, আল্লাহ সহায় হবেন।

➤ কাজ শুরু করে দেবার পর দৃঢ় আত্মবিশ্বাস

সম্মানিত পরিচালক, প্রতিষ্ঠান যখন আপনার অদম্য আগ্রহ আর ইচ্ছার প্রতিফলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেই ফেলেছে, তখন হতাশাকে আর প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। আপনার কাছে কখনো যদি মনে হয়, দিন দিন আপনি একজন ব্যর্থ পরিচালকে পরিণত হচ্ছেন, এমনকি সর্বশেষ আপনি এই সিদ্ধান্তও গ্রহণ করে ফেলেছিলেন, নাহ! আমার দ্বারা হবে না। আমার যোগ্যতা নেই, তাহলে মনে রাখুন, নিজের অজান্তেই আপনি রব্বে কারীমের ক্ষমতার ব্যাপারে অবিশ্বাসী হয়ে উঠছেন।

সুতরাং, আমি কীভাবে এই ঠুনকো যোগ্যতা নিয়ে প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাব? এরকম অমূলক চিন্তাগুলো মাথা থেকে ঝেড়ে বিদায় করুন। আপনি পরিচালক, আপনি কর্মী নন যে, প্রত্যেকটা বিষয় আপনার জানা

করে। নিত্যনতুন কৌশলের দ্বারস্থ হয়। কন্টেন্টটি এমনভাবে সাজায়, মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ে।

তাই আপনাকেও সমাজ, পৃথিবী, এবং অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্টদের চাহিদা বুঝে নতুন নতুন কর্মপন্থার আবিষ্কার করতে হবে। এক নিয়ম বা এক পদ্ধতিতে আজীবন চলার মানসিকতা পরিহার করতে হবে। মনে রাখতে হবে, শিক্ষাকে কেন্দ্র করে নতুন নতুন গবেষণা কেন্দ্র হচ্ছে, প্রতিষ্ঠান হচ্ছে, নানামুখী বিপ্লবের প্রস্তুতি চলছে। এসবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগিয়ে যেতে হলে আপনার হতে হবে অন্য সবার চাইতে ভিন্ন এবং সৃজনশীল। কাজ সবাই করে, কিন্তু সফল ব্যক্তিরা একই কাজ ভিন্ন পদ্ধতিতে করে সবার নজরে আসে।

তাই এখনই কাগজ-কলম নিয়ে বসুন, ভাবুন, গত বছরের চেয়ে এ বছর আপনি কোনো কোনো পদ্ধতি নতুন করে সমৃদ্ধ করেছেন। সফল প্রতিষ্ঠানগুলো ঘুরে ঘুরে দেখুন, তাদের নিয়ম-কানুন এবং পদ্ধতিগুলো জানার চেষ্টা করুন। ভালো হলে আপনার প্রতিষ্ঠানের পরিস্থিতি বুঝে আরও উন্নত করে সেগুলো প্রয়োগ করুন।

CamScanner

নেতা নয়, আমিরের গুণে গুণান্বিত হতে হবে

'নেতা' ও 'আমির' শব্দদুটির মধ্যে বাহ্যিকভাবে যেমন শব্দগত পার্থক্য আছে যে, দুটি শব্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাষা থেকে উদ্গত। তেমনি পারিভাষিকভাবেও শব্দদুটির মধ্যে রয়েছে ব্যাপক তারতম্য। দুটি শব্দের ভার এবং মর্ম উদ্‌ঘাটন করে আপনাকে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। কর্মীদের সামনে আপনি কোনো ভূমিকা অবলম্বন করবেন? নেতা না আমিরের? যেমন—

আমির শব্দটি আমাদের নবীর শানে সর্বদা ব্যবহার হয়। পক্ষান্তরে নেতা শব্দটি নবীর শানে ব্যবহার করতে অনেক বিজ্ঞ আলেমগণ আপত্তি করেন। কেননা একজন নেতা তার কর্মীর কাছ থেকে শুধু আদায় করে নেওয়ার ফিকিরই করেন। ফলে কর্মীকে যৎসামান্য দিয়েই তিনি দায়মুক্ত হবার চেষ্টা করেন। অন্যদিকে একজন আমির, তিনি কর্মীদের সুখ দুঃখ পরস্পরে ভাগাভাগি করে নিতে পছন্দ করেন।

আমরা নিশ্চয়ই খন্দক যুদ্ধের কথা জানি। এক সাহাবী ক্ষুধার যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে পেটে পাথর বেঁধেছিলেন। নিজেকে হালকা করার জন্য কষ্টের কথা নবীর কাছে বর্ণনা করতে আসলেন। নিজের পেটের কাপড় দেখিয়ে যখন বললেন, হে আল্লাহর নবী আমি ক্ষুধার যন্ত্রণায় পেটে একটি পাথর বেঁধে রেখেছি নবীজি নিজের পেটের কাপড়টি সরিয়ে

বললেন, দেখ আমার পেটে দুটি পাথর বাঁধা। এই হলো আমিরের ভূমিকায় থেকে মামুরদের প্রতি নবীজির গুণ-বৈশিষ্ট্যে পরিচয়

➤ নেতা ও আমিরের মধ্যে কর্মগত পার্থক্য

নেতা	আমির
সম্বোধন করার সময় ব্যবহার করে 'আমি'	সম্বোধন করার সময় ব্যবহার করে 'আমরা'
এককভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। অহংকার তাকে কারো সাথে মিশতে দেয় না।	আত্মমর্যাদা বজায় রেখে সকলের পরামর্শক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করেন।
কেবল আদেশ-নিষেধই তার একমাত্র কাজ।	শুধু আদেশ-নিষেধই নয়, সকলকে সাথে নিয়ে নিজেও কাজ করেন।
কর্মীর উন্নতি মানতে না পেরে তাতে বাধা হয়ে দাঁড়ান।	কর্মীর উন্নতির ক্ষেত্রে সিঁড়ির ভূমিকা পালন করেন।
কর্মীকে কেবল ব্যবহার করে কাজ আদায়ের মনোবৃত্তি পোষণ করেন।	কর্মীদেরকে ভালোবেসে, তাদের ভালোমন্দ বুঝে-শুনে কাজ করেন।
চিৎকার, চেঁচামেচি, রুক্ষ ভাষায় কর্মীদের বকাঝকা করে হলেও নিজের স্বার্থ তালাশের প্রচেষ্টায় লিপ্ত হন।	কর্মীদের উৎসাহিত করে, তাদের ভালো দিকটা খুঁজে বের করেন। কর্মীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন।
আদতে তিনি কর্মীদের এক উৎপাদন মেশিন মনে করেন। যখন যা ইচ্ছে বের করে নেওয়া যাবে।	কর্মীদের প্রয়োজনকে গুরুত্ব দেন। ফলে তারা স্বেচ্ছায় উৎপাদন বাড়িয়ে দেয়।

ব্ল্যাকমেইল চক্র থেকে সাবধান

আপনি যখন সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছতে থাকবেন, দেখবেন আপনার সাফল্য থেকে ফায়দা নিতে অনেকেই আশপাশের থেকে উঠে-পড়ে লেগেছে। কিন্তু আপনাকে নিয়ে লোকের শতধা কূটকৌশল, আপনার অগ্রযাত্রা রুখে দিতে তাদের অপচেষ্টা, কোনো কিছুই কাজে আসবে না, যখন সততা এবং সতর্কতার মাপকাঠিতে আপনি উত্তীর্ণ হয়ে যাবেন। মানুষের রকমভেদ নির্ণয়ে তো বলা যায়, মানুষ সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে। কিছু মানুষ এমন, যাদের সামনে অন্যায়-অনাচারের অবারিত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তারা অন্যায়ে লিপ্ত হয় না।

শত পরিকল্পনা করেও অন্যায়ের ধারেকাছেও তাদেরকে ভেড়ানো যায় না। আরেক ধরনের মানুষ আছে, নিজেরা অন্যায়ে লিপ্ত না হলেও অন্য কেউ পরিকল্পনা করে তাদেরকে অন্যায়ের পথে প্ররোচিত করলে, তা থেকে বিরত থাকার সাহস এবং সক্ষমতা কোনোটাই তাদের থাকে না।

পরাজিত মস্তকে তারা অন্যায়ের দিকে পা বাড়ায়। আবার কেউ আছে এমন, যাদেরকে শত চেষ্টা করেও অন্যায় থেকে বিরত রাখা যায় না। এই তিন শ্রেণীর কোথায় আপনার অবস্থান হওয়া উচিত, তা সূচনাতেই নির্ধারণ করে সে অনুযায়ী আপনার লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা অতি জরুরী।

প্রতিষ্ঠান যেভাবে পরিচালনা করবেন

(২য় খণ্ড)

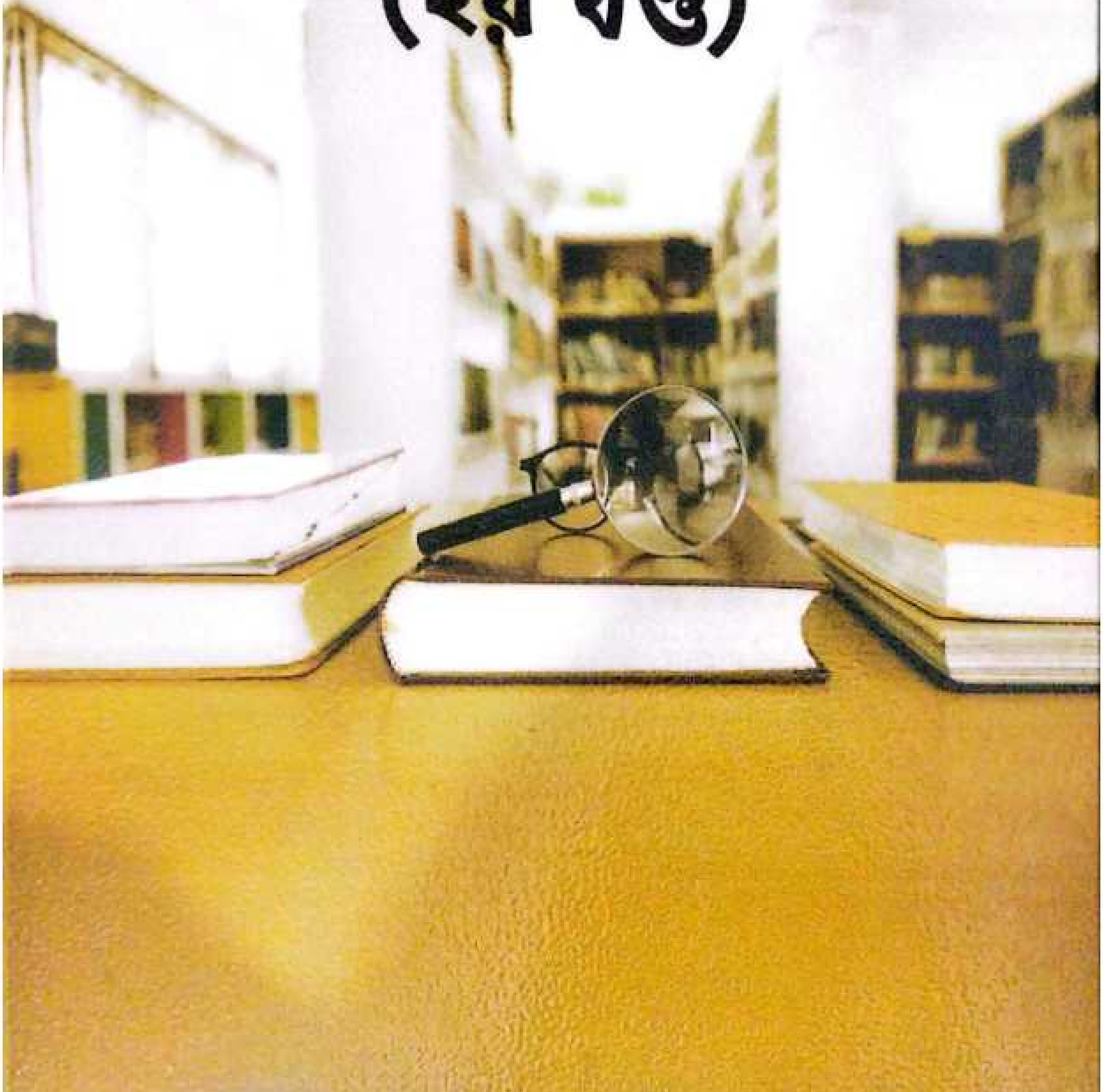

মুহাম্মাদ মুসা খান

CS CamScanner

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা: লক্ষণীয় বিষয়াদি............................২১
প্রতিষ্ঠানের স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখুন ২২
আপনার প্রতিষ্ঠানের ধরন নির্বাচন করে ফেলুন ২৩
অন্যের উপর ভরসা করে অগ্রসর হওয়া যাবে না ২৫
উদ্দেশ্যহীন পথচলা সফলতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক ২৫
সক্ষমতা অনুযায়ী স্বপ্ন দেখুন ২৬
প্রতিষ্ঠানের জন্য সম্পূর্ণ ফারেগ হতে পারবেন কি না ভেবে দেখুন ২৬
অংশীদারিত্বের চুক্তিতে বা যৌথভাবে মাদ্‌রাসা পরিচালনাকে 'না' বলুন...২৭
স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সাজিয়ে তুলুন আপনার প্রতিষ্ঠান ৩১
ছাত্র ভর্তিতে কৌশলী পন্থা অবলম্বন করুন ৩১
প্রয়োজনীয় আসবাবের তালিকা করে বাজেট সংগ্রহ করুন ৩২
ভর্তি ফি বা বেতন নির্ধারণে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিন.............৩২
শিক্ষক নিয়োগে তাড়াহুড়ো নয়..৩৩

CamScanner

দ্বিতীয় অধ্যায়

সফল ও দক্ষ পরিচালক কে?..৩
প্রায়োরিটাইজেশনের দক্ষতা অর্জন ....
কমিউনিকেশন স্কিল বা যোগাযোগ দক্ষতা অর্জন.......
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব অর্জন ....
বাধ্য হয়ে নয়, অধীনদের সাগ্রহ অনুসরণ স
বৈশিষ্ট্য।..৪০
সহকর্মীদের আস্থা অর্জন ৪১
প্রয়োজনের সময়ও পাশে থাকার মানসিকতা.........................৪২
অকারণে কোনও বিষয়কে জটিল করে উপস্থাপন না করা ৪১
এক্সট্রা কনফিডেন্স পরিহার...৪২
সমস্যার হুটহাট সমাধান নয়, বুঝে শুনে স্থায়ী সমাধান কাম্য ৪৩
ব্যক্তিত্বহীনতা পরিহার...৪৪
কাজ ফেলে রাখা যাবে না...৪৪
পরিমিত ঘুমে অভ্যস্ত হওয়া...৪৪
অযাচিত রাগকে নিয়ন্ত্রণ করার সক্ষমতা অর্জন ৪৫
অন্যের ইমোশন বা আবেগকে অনুভব করার দক্ষতা..............৪৬
সততা ও নৈতিকতার গুণ অর্জনকে হেয়ালি না করা................৪৭
যৌথভাবে কাজ করার মানসিকতা ৪৭
উৎসাহ প্রদানে কার্পণ্য নয় ৪৮
অভিভাবকের চাহিদা পূরণে সচেষ্ট থাকা ৪৮
নিয়োগ প্রদানে সতর্কতা..৪৯
সর্বপ্রথম নিজের দুর্বলতা নিয়ে ভাবা......................................৪৯
সর্বত্র মেহনতের পরিবেশ সৃষ্টি করা...৪৯
যেসব প্রবণতা পরিহার কাম্য ৫০
মোবাইলের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার...৫২
অধিক মুতালাআর অভ্যাস ৫৩
পরিচালনার মৌলিক মূলনীতিগুলোর অনুসরণ........................৫৪
পরিচালনা ৫৬

দাওয়াতি কার্যক্রমে লজ্জা নয়......................................৫৮
লজ্জার মোড়কে ভয় ৫৯
হীনম্মন্যতা কিংবা আত্মবিশ্বাসের অভাব ৬০
দরকার সহনশীলতা...৬১
প্রতিষ্ঠানের শাখা বাড়াতে হলে ভেবে-চিন্তে সিদ্ধান্তগ্রহণ..........৬১
কমিটি শাসিত প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় করণীয় ৬৩
উৎসর্গ প্রাণ মনোভাব নিয়ে কাজে নেমে পড়ুন ৬৪
সুসম্পর্ক স্থাপন করুন ৬৪
সততার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন ৬৫
আস্থা অর্জনের নাম কিন্তু গোলামি নয়...............................৬৫
পরামর্শসভার রেজুলেশন বা কার্যবিবরণী রেকর্ড...................৬৬
কিছু সমস্যার প্রস্তাবিত সমাধান পূর্ব থেকেই নির্ধারণ.............৬৮
ছাত্র কমে যাওয়া ৬৯
ছাত্র চলে যাওয়ার কিছু কারণ ও সমাধান.........................৭১
প্রতিষ্ঠানে আনন্দদায়ক পরিবেশের অনুপস্থিতি ৭৩
যেসব কারণে আনন্দদায়ক পরিবেশ.................................৭৪
তৈরি হচ্ছে না ৭৪
আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টির উপায় ৭৫
ভুল বোঝাবুঝি..৭৬
আশে-পাশে বড় ও উন্নত মানের প্রতিষ্ঠান হওয়া ৭৭
হঠাৎ শিক্ষক চলে যাওয়া...৭৭
শিক্ষক চলে গিয়ে বিভ্রান্তি ছড়ালে...................................৭৭
অভিভাবকদের মধ্যে অপপ্রচার হলে...............................৭৯
সফলতার পেছনে স্ত্রীর ভূমিকার যথাযথ মূল্যায়ন..................৭৯
আল্লামা তৃকী উসমানীর ঘরোয়া জীবন : সহধর্মিণীর একান্ত
সাক্ষাৎকার ৮২
দিনের কার্যতালিকা এরূপ...৮৫
শাইখুল ইসলামের কোন অভ্যাস আপনার পছন্দ?................ ৮৮
খাবারদাবারে শাইখুল ইসলামের রুচি কী? ৮৯

তৃতীয় অধ্যায়

বিবিধ নির্দেশনা.....৯১
অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন বিষয়ে নির্দেশনা.....৯২
আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করে চাঁদা নির্ভর হওয়া.....৯২
কাদের চাঁদা গ্রহণীয়.....৯৫
হিসাব.....৯৬
আয়.....৯৭
একটি প্রতিষ্ঠান পরিচালনার জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্ত নিতে হয়।.....৯৭
ভুমিকা.....৯৮
রশিদ বই বণ্টন.....৯৯
ছাত্র প্রদেয় সংগ্রহে নিয়মানুবর্তীতা রক্ষা.....১০৩
নির্ধারিত সময়ে বেতন আদায়ের কৌশল.....১০৫
ইতমিনান বালিকা হিফজুল কুরআন মাদ্রাসা.....১০৬
চিঠিপ্রদানের পরও কেউ হেয়ালি করলে ফোন দিন.....১০৭
প্রবেশপত্র গ্রহণপূর্বক পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা.....১০৮
সাহসের সাথে বকেয়া বেতন আদায়ে তদারকি করুন...১০৯
প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক হিসাব অডিট করিয়ে নিন.....১১০
পরীক্ষা বিষয়ক নির্দেশনা.....১১১
পরীক্ষা নেওয়ার পদ্ধতি.....১১২
হিফজুল কুরআন বিভাগ.....১১৪
শিক্ষক বিষয়ক নির্দেশনা.....১১৭
শিক্ষার্থী বিষয়ক অন্যান্য নির্দেশনা.....১১৯
প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ও বয়স.....১২০
হিতাকাঙ্ক্ষীদের সন্তানের প্রতি আলাদা নজর দিন.....১২৪
পাঠ উপযোগী দরসগাহ বা ক্লাসরুম নির্মাণ করুন.....১২৫
নুরানি বিভাগ বিষয়ক অন্যান্য নির্দেশনা.....১২৬
মহিলা মাদ্রাসা বিষয়ক নির্দেশনা.....১২৯
মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার গরুত্ব:.....১৩০

অনভিজ্ঞ ও নবীনদেরকে নিয়ে পরিচালনা নয় ১৩৫
মাদ্‌রাসার অভ্যন্তরে দক্ষ মহিলা জিম্মাদার........................ ১৩৬
স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ নিশ্চিতকরণ ১৩৬
বাইরে থেকেও আপনার দায়িত্ব ১৩৭
ভেতরে দায়িত্বরত জিম্মাদার ও উস্তাযাহদের প্রতি নিবেদন..... ১৩৭
স্মরণ করুন তাঁদের কথা.. ১৩৯
ফাতেমা আল ফিহ্‌রি.. ১৩৯
কিতাব বিভাগ বিষয়ক নির্দেশনা ১৪৩
১) নিয়তের পরিশুদ্ধি ১৪৪
শতভাগ তদারকির মনোভাব লালন..................................... ১৪৫
৩) নির্ধারিত নেসাব সমাপ্তিতে গুরুত্বারোপ......................... ১৪৯
৪) প্রতিটি জামাতের কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে পর্যবেক্ষণ ১৫০
প্রতিটি জামাতে নিয়মিত তদারকিকরণ............................... ১৫০
পরীক্ষাকেন্দ্রিক বিভিন্ন তামরিন.. ১৫২
হাতের লেখা সুন্দরকরণ.. ১৫৩
প্রাথমিক জামাতগুলোর বৈশিষ্ট্য ও পাঠদান প্রক্রিয়া নিরূপণ ... ১৫৪
ইবতেদায়ি (উর্দু) জামাত ১৫৪
কীভাবে এই লক্ষ্য অর্জিত হতে পারে ১৫৬
তাইসির জামাত ১৫৯
তদারকিতে যা লক্ষণীয়... ১৬১
মিজান জামাত.. ১৬৩
নাহবেমির জামাত... ১৬৭

CS CamScanner

সম্পূর্ণ নতুন একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করতে আপনি যখন প্রস্তুতি নেবেন, প্রারম্ভেই আপনাকে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। অনেকেই এক্ষেত্রে মারাত্মক কিছু ভুল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যার পরিণতি তাকে বয়ে বেড়াতে হয় যুগ যুগ ধরে। তাই আলোচনার প্রারম্ভে নতুন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে করণীয় বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব।

প্রতিষ্ঠানের স্থান নির্ধারণের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রাখুন

নিজস্ব পরিচালনায় আপনি স্বতন্ত্রভাবে একটি প্রতিষ্ঠান যখন সূচনা করতে চাচ্ছেন, তখন খেয়াল রাখুন, পূর্বে আপনি যে প্রতিষ্ঠানে খেদমত করেছেন সেটি কি নিকটস্থ এলাকায় হয়ে যাচ্ছে কি না। পূর্ববর্তী প্রতিষ্ঠানের অন্তত পাঁচ মাইলের ভেতরে প্রতিষ্ঠান করার সিদ্ধান্ত নেবেন না।

CamScanner

করতে গেলে অযথা কিছু ঝামেলায় জড়িয়ে যাবেন। দেখা যাবে পূর্ববর্তী মাদ্‌রাসার সাথে আপনার সম্পর্কের টানাপোড়েন দেখা দিচ্ছে, অসুস্থ প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে, সেখানকার মুহতামিম পাড়া-মহল্লায় বদনাম করে বেড়াচ্ছে, প্রতিরোধ করতে গিয়ে আপনাকেও করতে হচ্ছে গিবত-শেকায়েত। এগুলি সবই আপনার জন্য অতিরিক্ত ঝামেলা হিসেবে দেখা দিবে।

অথচ এসবের পেছনে সময় ব্যয় অপচয় ছাড়া আর কিছু নয়। শ্রমগুলো যদি আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন এবং অগ্রগতির জন্য বরাদ্দ দিতে পারেন আপনার জন্য কতটা লাভজনক হবে, ভেবে দেখুন। তাই নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে একদম নিরিবিলি জায়গায় প্রতিষ্ঠান সূচনা করুন। শিক্ষার্থী সব জায়গায়ই আছে। অহেতুক কেন অতিরিক্ত ঝামেলায় জড়াবেন। কাজে-কর্মে স্বাক্ষর রাখুন আপনার কৃতিত্বেরই মানুষ আপনাকে খুঁজে নেবে।

আপনার প্রতিষ্ঠানের ধরন নির্বাচন করে ফেলুন

আপনি কী ধরনের প্রতিষ্ঠান করতে চান এটা শুরুতেই নির্ধারণ না করলে প্রতিষ্ঠান লক্ষ্যহীনভাবে চলতে চলতে একসময় মুখ থুবড়ে পড়বে। মৌলিক লক্ষ্য তো স্থির করতে হবেই।

সেইসাথে নির্ধারণ করে নিতে হবে প্রতিষ্ঠানের ধরনও। যেমন আপনার প্রতিষ্ঠানে কি দ্বীনি শিক্ষা প্রাধান্য পাবে না কি জেনারেল শিক্ষা। এমনও হতে পারে দ্বীনি শিক্ষা ও জেনারেল শিক্ষার সমন্বিত একটি প্রতিষ্ঠান আপনি করতে চান।

অন্যের উপর ভরসা করে অগ্রসর হওয়া যাবে না

আপনি যে ধরনের প্রতিষ্ঠান করতে চাচ্ছেন তা সম্পর্কে কি আপনার পূর্ণ ধারণা আছে? যদি না থাকে, তাহলে অন্যের উপর ভরসা করে কাজ শুরু না করাই উত্তম। এমনকি শুধু ধারণা বা জানাশোনাই নয়, প্রতিষ্ঠান পরিচালনার সার্বিক দক্ষতার পাশাপাশি শিক্ষাগত যোগ্যতাও আপনার থাকা জরুরি।

অনেককে দেখা যায় পরিচালনার দক্ষতাকেই যথেষ্ট মনে করে থাকেন। এটা সঠিক নয়। প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়নের মৌলিক মানদণ্ড হচ্ছে লেখাপড়া। আর এ বিষয়েই যদি আপনি অন্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকেন তাহলে একটি সফল প্রতিষ্ঠান দাঁড় করানো অনেক চ্যালেঞ্জিং ব্যাপার।

তাই নিজের উপর অতিরিক্ত আস্থা নয়, বরং আপনাকে চেনে ও জানে এমন অভিজ্ঞ মুরুব্বির সাথে পরামর্শ করে সামনে অগ্রসর হোন।

উদ্দেশ্যহীন পথচলা সফলতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক

প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নিজের কাছে স্পষ্ট তো থাকতেই হবে, অন্যান্য শিক্ষক ও সহকর্মীদেরকেও প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বুঝাতে হবে। এতে সকলেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে কাজ করার অনুপ্রেরণা পাবে যা প্রতিষ্ঠানের জন্য সুফল বয়ে আনবে।

অংশীদারিত্বের চুক্তিতে বা যৌথভাবে মাদ্রাসা পরিচালনাকে 'না' বলুন

কর্পোরেট পরিভাষায় একে 'পার্টনারশিপ এগ্রিমেন্ট' বা 'অংশিদারিত্বের চুক্তি' বলা হলেও মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার সাথে এ ধরনের শব্দ প্রয়োগ বেমানান। তবুও সাম্প্রতিক সময়ে মাদ্রাসা, স্কুল ও কিন্ডারগার্টেন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে এ ধরনের প্রবণতা ব্যাপক হারে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

যারা দক্ষ ও যোগ্য, জাতির ক্রান্তিলগ্নে এ ধরনের খেদমতে তাদের তো এগিয়ে আসা উচিত বটেই। কিন্তু মাদ্রাসাকে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান জ্ঞান করে এখানে অদক্ষ এবং নিতান্ত অযোগ্যরাও জায়গা করে নিতে চেষ্টা করছে। শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কাজে সম্পৃক্ততা না থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাতে অনেক ব্যবসায়ী, চাকুরিজীবিদেরকেও দেখা যাচ্ছে।

এটা দুঃখজনক বাস্তবতা। অংশীদারিত্বের চুক্তির ভিত্তিতে সাধারণত এ প্রবণতাগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কিন্তু সব কাজ তো সবার জন্য নয়। যে বিষয়ে আপনার পারদর্শিতা নেই সে বিষয়ে নতুন উদ্যোগ নেওয়ার পূর্বে বিজ্ঞজনদের সাথে পরামর্শ ও এস্তেখারার কোনও বিকল্প নেই। এস্তেখারা আপনাকে পথ দেখাবে।

বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারণে হয়তো আপনি অংশীদার খুঁজছেন, কখনও ইনভেস্টর তালাশ করছেন, দিনশেষে এগুলো আপনার খুলুসিয়্যাতকে বাধাগ্রস্ত করবে।

CamScanner

স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সাজিয়ে তুলুন আপনার প্রতিষ্ঠান

একজন অভিভাবক তার সন্তানের জন্য আপনার প্রতিষ্ঠানকে কেন নির্বাচন করবেন, আপনার এখানে কী এমন স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আছে যা অন্য প্রতিষ্ঠানে নেই, এমন কোনো ভিন্নতা কি আপনি তুলে ধরতে পেরেছেন?

দুনিয়াবি যে সকল প্রতিষ্ঠানকে আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করেন, তাদের তুলনায় আপনার কাছে কি বিশেষ কিছু প্রাপ্তির সম্ভাবনা আছে যা অভিভাবকদেরকে আপনার কাছে আসতে বাধ্য করবে? হ্যাঁ, এমন স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্য নির্ধারণে সচেষ্ট হতে হবে।

এটা নিশ্চিত করতে পারলে আপনার এলাকায় স্কুল-মাদ্রাসাসহ প্রতিষ্ঠানের পরিমাণ যতই হোক না কেন, এটা নিয়ে ভাবার দরকার নেই। আপনি আপনার কাজ চালিয়ে যান। সিলেবাস, অবকাঠামো এবং পাঠদানের স্বকীয় পদ্ধতি এমনিতেই সবাইকে আপনার অভিমুখী করে তুলবে।

ছাত্র ভর্তিতে কৌশলী পন্থা অবলম্বন করুন

আপনার প্রতিষ্ঠানের মানের দিকে তাকিয়েই ছাত্র আসবে। ভালো করতে পারলে অল্প দিনেই জমে যাবে। তাই সূচনার জন্য প্রয়োজনীয় পরিমাণ ছাত্রের ব্যাপারে ভাবুন। ছাত্র ভর্তির ব্যাপারে স্থানীয় ছাত্র ভর্তি করাবেন, না দূরের ছাত্র।

না কি কোনো বাচবিচার ছাড়া সবাইকেই নেবেন, এই ধরনের চিন্তাভাবনা করে প্রত্যেকের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ভিন্ন

CamScanner

ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করুন। অন্য মাদ্রাসা থেকে নানা পন্থায় ছাত্র এনে ভরপুর করার চেয়ে প্রাধান্য দিন একেবারে দ্বীন থেকে সরে পড়া স্কুলগামী ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। এটাকে আপনার দাওয়াতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিন।

প্রয়োজনীয় আসবাবের তালিকা করে বাজেট সংগ্রহ করুন

নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্য কী কী আসবাবপত্র লাগবে সেগুলো তালিকা করার পর সম্ভাব্য দাম ধরে বাজেট নির্ধারণ করুন। অনেক সময় দেখা যায় অপরিকল্পিতভাবে আসবাব সংগ্রহ করা হয়; এখন একটা, প্রয়োজনের মুখোমুখি হলে আরেকটা, এভাবে খরচের পরিমাণ বেড়ে যায়, আসবাবও অব্যবহৃত তেকে যায়।

তাই সময় নিয়ে প্রত্যেকটা আসবাবপত্র বানাবেন। কিছু দিন পর পর যেন পরিবর্তন করতে না হয় সে দিকে খেয়াল রাখুন। অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধির জন্য এটা আবশ্যক।

ভর্তি ফি বা বেতন নির্ধারণে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিন

ভর্তি বেতন নির্ধারণের ক্ষেত্রে এলাকা বুঝে সামঞ্জস্যতা রক্ষা করতে হবে। বেশি বেতন ধার্য করে যার কাছ থেকে যা পেলেন তা নিলেন এতে করে প্রতিষ্ঠানের মান নষ্ট হয়। প্রয়োজনে বেতন কম নির্ধারণ করুন। কিন্তু সকলের মধ্যে সমতা রক্ষার চেষ্টা করুন। যদি কারও ক্ষেত্রে কমাতে হয় শতভাগ গোপনীয়তা রক্ষা করুন।

CamScanner

প্রতিষ্ঠান যেভাবে পরিচালনা করবেন

(৩য় খণ্ড)

(ইলমের দাওয়াত)

মুহাম্মাদ মুসা খান

CS CamScanner

ইত্তিহাদ পাবলিকেশন্স

প্রতিষ্ঠান যেভাবে পরিচালনা করবেন-৩

মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা খান

প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক

মাদ্রাসায়ে আবু হুরায়রা (রা.), মধুবাগ শাখা

মাদ্রাসায়ে আবু হুরায়রা (রা.), শান্তিবাগ শাখা

মাদ্রাসায়ে হুসাইন (রা.), বাশেরপুল শাখা

ইতমিনান বালিকা হিফজুল কুরআন মাদ্রাসা

এতিম খানাসহ ৮টি শাখা

খতিব

মধুবাগ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ঢাকা

মুহাদ্দিস

আল-জামিয়া ইসলামিয়া আল-আরাবিয়্যা আনোয়ারুল রাহমানিয়া,

কোনাপাড়া, ঢাকা

ইতমিনান পাবলিকেশন্স

সবারপাশে সমস্যার সমাধানে

প্রধান কার্যালয় : পাড়াডগার, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬০।

মোবাইলঃ ০১৮৬৮-৬৮৩৬৬৮

বাংলাবাজার শাখা : ইসলামী টাওয়ার (চতুর্থ তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রতিষ্ঠান যেভাবে পরিচালনা করবেন-৩

মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা খান

স্বত্ব

লেখক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশনায়

ইতমিনান পাবলিকেশন্স

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল: ০১৮৬৮-৬৮৩৬৬৮

অনলাইন পরিবেশক

www.itminanpublications.com

www.madrasayeabuhurayra.com

www.rokomari.com

www.kitabghor.com

মুদ্রণে

ব্রাদার্স প্রিন্টিং প্রেস

৩/এ/১ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৪৫০.০০ টাকা মাত্র

প্রাপ্তিস্থান

মাকতাবাতুল আফকার

ইসলামী টাওয়ার (৩য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৯৮৭-৮২৮১১৬

মাকতাবাতু ইব্রাহীম

কওমী টাওয়ার (২য় তলা),

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মোবাইল : ০১৬৭৬-৭৩৫০০১

সূচিপত্র

পরিচালক বা মুহতামীম দুই প্রকার ১৯
অতীতের প্রতিষ্ঠানগুলো কেন গড়ে উঠেছিল ২০
যে কোনো এক বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি গড়ে তুলুন ২২
পরিচয়ের শক্তি: একটি দৃষ্টান্ত ২৩
ইসলামের দাওয়াত যেখান থেকে শুরু ২৫
দায়ী পরিচালক ও বাণিজ্যিক পরিচালক ২৯
দায়ী পরিচালক হিসেবে নিজেকে গড়ার দশটি নীতি ৩২
আপনাদের প্রতিষ্ঠান কাদের জন্য ৩৪
সাহাবী ও সালাফদের জীবনে ইলমের দাওয়াত ৩৬
সাহাবী, সালাফ ও আমাদের সময় ৩৯
বর্তমানে দায়ী পরিচালকদের জন্য সাতটি বাস্তব করণীয় ৪১
যুগে যুগে দাওয়াতের প্রভাব ৪৩
দাওয়াতের কার্যকর (Effective) ৪৬
দুধ বিক্রেতার গল্প ৫০
জনপ্রিয় করার ১২টি বাস্তব কৌশল ৫১
প্রচারপত্রে দাওয়াত ৫৩
ভর্তি পোস্টার আর দাওয়াতী পোস্টার ৫৫
নকল করার ক্ষতি: কোরআন ও হাদিসের আলোকে ৫৭
নিজে ফিকির করার ফায়দা: শরঈ দৃষ্টিভঙ্গি ৫৯
প্রচারপত্রে দাওয়াত: মানব মস্তিষ্ককে বুঝে কথা বলা ৬০
নবীজির দাওয়াতে মনোবিজ্ঞান ৬৫
নবীজির দাওয়াতের বাক্য: অল্প কথায় পূর্ণ অর্থ ৬৭
নবীজির দাওয়াত বনাম আমাদের দাওয়াত ৭০

CamScanner

কয়েকটি গভীর পার্থক্য (ব্যাখ্যাসহ)	৭১
তুলনা থেকে বাস্তব পরিবর্তনে যাওয়া	৭৩
ভুল দাওয়াত বনাম সঠিক দাওয়াত	৭৮
ইমোশনের শক্তি: ইতিহাসের আলোকে বড় হবে	৮১
দায়ী পরিচালকের প্রতি আহ্বান	৮৩
অধ্যায়: মনোবিজ্ঞানের আলোকে দাওয়াতের কৌশল	৮৪
অভিভাবকের ভয় ও আপত্তি মোকাবেলার মনোবিজ্ঞান	৮৭
কিছু প্রচলিত আপত্তি ও মনোবিজ্ঞানভিত্তিক উত্তর	৮৯
এই শ্রেণির অভিভাবক কারা?	৯১
পোষ্টার তৈরির নিয়ম	৯৫
পোস্টারের কাঠামো (ইসলামি ও বৈজ্ঞানিক নিয়মে)	৯৭
ইসলাম ও তথ্যের গুরুত্ব	৯৯
দায়ী পরিচালকের আত্মপ্রশ্ন	১০১
অভিভাবককে ফলো-আপ করার ইসলামিক কৌশল	১০২
অভিভাবকের ব্রেইনের কিছু অনুভূতি	১০৪
অভিভাবকের জীবনের বাস্তব চ্যালেঞ্জ	১০৭
ভয় ও আশা একসাথে ব্যবহার করে দাওয়াত দেওয়া	১০৯
নিচের ক্লাস ও উপরের ক্লাসের তারতম্য	১১২
ভর্তির মৌসুমে দাওয়াতের ভাষা পরিবর্তন	১১৫
হুরুফে তাম্বীহ তৈরির মৌলিক নিয়ম	১২০
কালার সাইকোলজি	১২৪
লাল (Red) মনোবিজ্ঞান	১২৭
শিশু, অভিভাবক ও দাতাদের জন্য আলাদা কালার গাইড	১৩০
মৌখিক দাওয়াত	১৩২
মৌখিক দাওয়াতের অতিরিক্ত ফায়দা	১৩৪
ডোর টু ডোর দাওয়াতের কার্যকর কৌশল	১৩৭
দাওয়াতের পরের ধাপগুলো	১৪০
আপত্তি ও মোকাবেলা	১৪৩
দাওয়াতকারীদের জন্য ৫টি স্বর্ণনীতি	১৪৬
শিক্ষকরা কেন ইলমের দাওয়াতে পিছিয়ে যান?	১৪৯
শিক্ষকদের জন্য মোটিভেশনাল খুতবা	১৫২
প্রতিষ্ঠানকে ইস্তেহজার ফি জিহেন	১৫৪
ইস্তেহজার ফি জিহেন কী?	১৫৫
ইস্তেহজার ফিজ জাহন ব্যর্থতার পাঁচটি কারণ ও সমাধান	১৫৮

ইস্তেহজার ফি জিহেন স্কোরকার্ড	১৬১
আত্মসমালোচনার দোয়া (পরিচালকদের জন্য)	১৬৫
অনলাইনে দাওয়াতী প্রচারণা	১৬৯
অনলাইন দাওয়াতে নিয়তের গুরুত্ব	১৭১
একজন শিক্ষক দিয়ে পেইজ পরিচালনার পদ্ধতি	১৭৫
ফেসবুকের কিছু পরিভাষা	১৭৭
বুস্ট কী	১৮১
বুস্ট করার ধাপসমূহ	১৮২
প্রফেশনাল সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা	১৮৪
সম্পর্ক তৈরি	১৮৭
তা'আল্লুক তথা সম্পর্কের প্রকারভেদ	১৮৯
সম্পর্কের ক্ষেত্রে করণীয় ও বর্জনীয়	১৯২
প্রথম স্তরের সংক্ষিপ্ত স্মরণ	১৯৬
জাগতিক শিক্ষাব্যবস্থার প্রচার কৌশল	১৯৯
অনুশীলন	২০০
নতুন প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযোগী পোস্টার	২১০
পুরোনো / প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের উপযোগী পোস্টার	২১১
পুরোনো প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত পোস্টারের ধরন	২১২
মানব মস্তিষ্ক, তথ্যের বাছাই ও ইলমের দাওয়াত	২১৩

পরিচালক বা মুহতামীম দুই প্রকার

পরিচালক বা মুহতামীম মূলত দুই ধরনের হয়ে থাকেন—

১. শুধু পরিচালক
২. দায়ী পরিচালক

যিনি কেবলমাত্র একজন পরিচালক, তিনি অনেকটা চিনির মতো, চিনি যেমন পানিতে মিশে নিজের অস্তিত্ব বিলিন করে দেয়, তেমনি এই ধরনের পরিচালক কোনো সমস্যা দেখলে সেটিকে সম্ভাবনায় রূপান্তর করার চেষ্টা না করে নিজেই সমস্যার ভেতর হারিয়ে যান। পরিস্থিতির চাপে তিনি নিজের অবস্থান, সিদ্ধান্ত ও মেহনত বিসর্জন দেন।

অন্যদিকে দায়ী পরিচালক সম্পূর্ণ ভিন্ন মানসিকতার অধিকারী। তিনি সমস্যাকে সমস্যা হিসেবেই মেনে নেন, কিন্তু সেটির কাছে আত্মসমর্পণ করেন না, বরং সমস্যার পরিবেশকে নিজের অনুকূলে আনার জন্য সচেতন ও দায়িত্বশীল প্রচেষ্টা চালান।

দায়ী পরিচালক হলেন চা-পাতার মতো, চা-পাতা পানিতে মিশে নিজের অস্তিত্ব নষ্ট করে না বরং স্বাদ ও গুণ পরিবর্তন করে দেয়। ঠিক তেমনি দায়ী পরিচালক নিজের আদর্শ ও লক্ষ্য অটুট রেখে পরিবেশকে প্রভাবিত করেন।

দায়ী পরিচালক হুটহাট করে প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর হন না, তিনি জানেন—শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেবল ভবন বা নামফলক নয়; এটি একটি জাতির সমস্যা সমাধানের দায়িত্বশীল কেন্দ্র, তাই তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাগুলো গভীরভাবে অনুধাবন করেন এবং সেগুলোর বাস্তবসম্মত সমাধানে কাজ করেন।

CamScanner

কিছু প্রচলিত আপত্তি ও মনোবিজ্ঞানভিত্তিক উত্তর

আপত্তি-১ : "এখানে পড়লে দুনিয়াবি ক্ষতি হবে না তো?" ভুল উত্তর— "না না, কোনো ক্ষতি হবে না" সঠিক উত্তর— "আমরা দুনিয়া ও আখেরাত দুটোর ভারসাম্য নিয়েই কাজ করি।"

আপত্তি-২ : "আমার সন্তান মানিয়ে নিতে পারবে তো?" ভুল উত্তর— "সবাই পারে" সঠিক উত্তর— "আমরা আগে দেখি সন্তান মানাবে কি না, তারপর ভর্তি নিই।"

আপত্তি-৩ : "ফি একটু বেশি মনে হচ্ছে" ভুল উত্তর—"সবকিছুর তো খরচ আছে" সঠিক উত্তর— "আমরা খরচের আগে দায়িত্ব দেখি" মনে রাখবেন আপনি কাউকে বোঝাতে আসেননি, আপনি কাউকে সাহস দিতে এসেছেন, সাহস পেলে মানুষ সিদ্ধান্ত নেয়, দাওয়াতে সবচেয়ে বড় ভুল সব অভিভাবককে একভাবে দেখা, একজন অভিভাবক ভয় পায়, আরেকজন সন্দেহ করে, আরেকজন সমাজকে ভয় পায়। আপনার কাজ— কার সাথে কীভাবে কথা বলতে হবে তা বোঝা।

দায়ী পরিচালকের জন্য নীতি

- আপত্তিকে শত্রু ভাববেন না
- প্রশ্নকে সুযোগ ভাবুন
- ভয়কে সম্মান করুন
- দায়িত্ব নিতে পিছপা হবেন না

যে পরিচালক আপত্তিতে বিরক্ত হয়— সে মানুষ হারায়, আর যে পরিচালক আপত্তিকে বোঝে— সে মানুষের হৃদয় জয় করে, দাওয়াত তখন শুধু কথা থাকে না, দাওয়াত তখন বিশ্বাসে পরিণত হয়।

আত্মসমালোচনার দোয়া (পরিচালকদের জন্য)

اَللّٰهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاعَهُ

"হে আল্লাহ! আমাদের সত্যকে সত্য হিসেবে দেখান এবং তা অনুসরণ করার তাওফিক দিন", ব্যর্থ প্রতিষ্ঠানকে টপ অফ মাইন্ডে ফিরিয়ে আনার কেস স্টাডি (ইস্তেহজার ফি জিহেন পুনর্গঠন – ইসলামি দাওয়াতি মডেল) বাস্তব প্রেক্ষাপট (Case Background)

ধরা যাক— একটি মাদ্রাসা/ইসলামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে—১০–১২ বছর পুরোনো, শিক্ষার মান মোটামুটি, শিক্ষক আছেন, ভবন আছে।

কিন্তু বাস্তবতা হলো—এলাকায় কেউ নতুন করে নাম নেয় না, অভিভাবক ভর্তি মৌসুমে অন্য প্রতিষ্ঠানে যায়, মানুষ বলে: "ওটা তো আগের টাইপের মাদ্রাসা", টপ অফ মাইন্ড স্কোর: ২৫/১০০।

অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান আছে, কিন্তু মানুষের মনে নেই। এখন প্রশ্ন— এই প্রতিষ্ঠান কি পুনরুজ্জীবিত হতে পারে? উত্তর: হ্যাঁ, অবশ্যই পারে — যদি নিয়ম মেনে কাজ করা হয়।

ধাপ–১ : নিয়ত ও দৃষ্টিভঙ্গির সংশোধন

সমস্যা: প্রতিষ্ঠান শুধু "ভর্তি বাড়ানো" নিয়ে চিন্তা করছে, দাওয়াত নেই, নিয়ত সংকুচিত। প্রথমে বোর্ড ও পরিচালকদের নিয়ে নিয়ত সংশোধন মজলিস, আলোচনা হবে—আমরা কেন আছি, আমাদের কাজ কি ইবাদত? নাকি শুধু টিকে থাকা?

মস্তিষ্ক ও ক্যারিয়ার

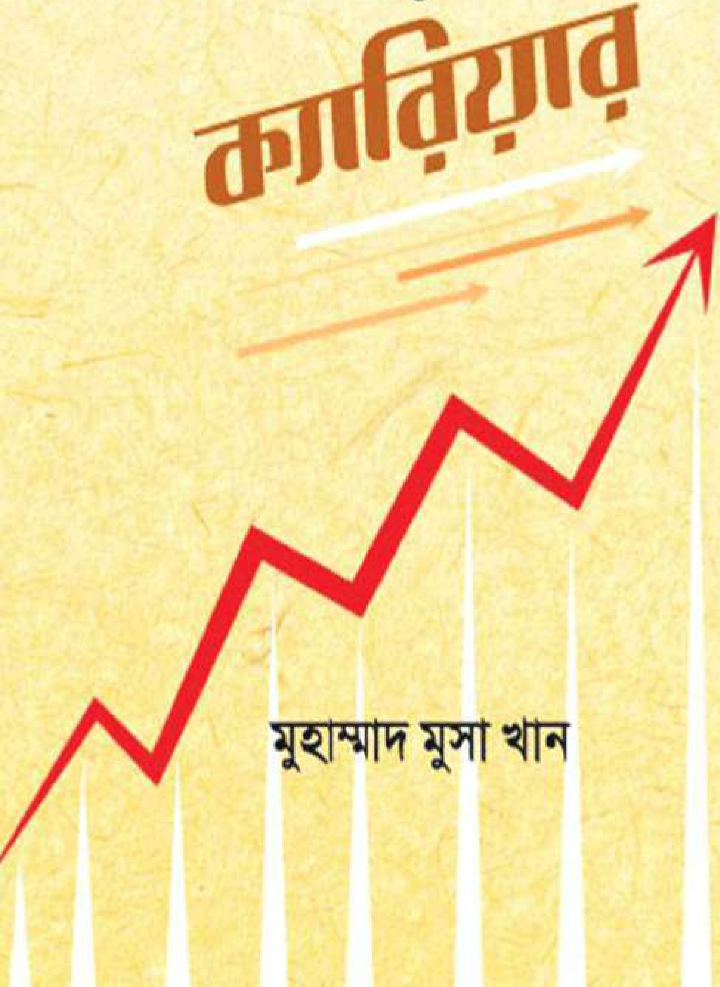

মুহাম্মাদ মুসা খান

শিক্ষক
ও
ক্যারিয়ার

মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা খান
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
মাদরাসায়ে আবু হুরায়রা (রা.)
মাদরাসায়ে হুসাইন (রা.)
ইতমিনান বালিকা হিফজুল কুরআন মাদরাসা
খতিব: মধুবাগ, কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ঢাকা
মুহাদ্দিস: আল-জামিয়া আল-আরাবিয়্যা আনোয়ারুর রাহমানিয়া, কোনাপাড়া, ঢাকা

শরয়ী বিষয়ক সম্পাদক
মুফতি আকরাম সাহেব
মুহাদ্দিস, জামিয়া কাসেমিয়া আশরাফুল উলুম, মিরপুর

ইতমিনান পাবলিকেশন্স
আপনার সমস্যার সমাধান
শান্তিবাগ, কোনাপাড়া, ডেমরা, ঢাকা
০১৮৬৮৬৮৩৬৬৮

শাইখুল ইসলাম আল্লামা আহমাদ শফী রহ.-এর বিশিষ্ট খলিফা

শাইখুল হাদিস আল্লামা

মুফতি মনিরুজ্জামান দা. বা.

মুহতামিম ও শাইখুল হাদিস: জামিয়া ইসলামিয়া বাইতুন নূর, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা-১২০৪

অর্থ সচিব, বাংলাদেশ কওমি মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড (বেফাক)

দোয়া ও অভিমত

الحمد لله ربالعلمين والصلاة والسلام سيدالا نبياء والمرسلين

শিক্ষকতা নিছক কোনো পেশা নয়। শিক্ষকতা দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতার মাধ্যম।

হযরত মুহাম্মাদ (সা.) নিজেকে শিক্ষক হিসেবে পরিচয় দিয়েছেন। (**انما بعثت معلما**) সুরা আর-রহমানে আল্লাহ তা'য়ালা নিজেকে শিক্ষক হিসাবে উপস্থাপন করেছেন। নবীন অনেক ফারেগীনদের মাঝে শিক্ষকতায় অনীহা পরিলক্ষিত হচ্ছে। যারা শিক্ষকতা করছেন তাদের ভাবখানা এমন যে, অন্য কোনো কাজ না পেয়ে তারা শিক্ষকতার পেশায় যুক্ত হয়েছেন।

আচরণগত নানাবিদ সমস্যার কারণে আমাদের নবীন শিক্ষকদের উন্নতি হয় না। শাইখুল হাদিস আল্লামা যাকারিয়া (র.)-এর ভাষায় ''যেটা আমাদের অধঃপতনের কারণ, "আমরা সেটাকেই সফলতার কারণ মনে করছি।''

আমাদের ছাত্র স্নেহভাজন মাওলানা মুহাম্মদ মুসা কর্তৃক লিখিত **''শিক্ষক ও ক্যারিয়ার''** বইটি আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে পড়েছি। আশা করি বইটি নবীন শিক্ষকদের আচরণে যথেষ্ট অবদান রাখবে।

ঌ: ১৪৪০/১২/২১

শাইখুল হাদিস আল্লামা মুফতি মনিরুজ্জামান দা. বা.

সূচিপত্র

সূচিপত্র...৫
কুরআনের শিক্ষক: আপনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ১৩
দায়িত্বকে ভালোবাসুন ২২
আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (রহ.)....................................২৬
ইমাম নববী (রহ.)...২৮
ইমাম তাবারী...২৯
দায়িত্ববোধ কীভাবে বৃদ্ধি পেতে পারে ৩০
না বলা পরিহার করুন ৩২
চোখের ভাষা বুঝতে পারার যোগ্যতা অর্জন করুন...................৩৪
চোখের ভাষা কীভাবে বুঝবেন ৩৫
দক্ষতা বৃদ্ধিতে সবসময় তৎপর থাকুন ৩৬
মন টিকছে না এমন ছেলেমানুষী অজুহাত দাঁড় করাবেন না ৩৯
কিছু কমন ভুল থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করুন......................৪১
নবীন আসাতিযায়ে কেরামের প্রতি আবেদন ৪৪
প্রতিষ্ঠানের নেযাম নিয়ে মাথা ঘামাবেন না............................... ৪৫
চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের ব্যাপারে আপনার মাওকিফ............ ৪৬
প্রাণবন্তভাবে কাজ করে যান ৪৮
সকাল-বিকাল হাঁটুন.. ৪৮
দিনে বিশ্রাম গ্রহণ করুন.. ৫০
পোশাক সচেতনতা কাম্য...৫১
নিঁখুতভাবে দায়িত্ব পালন করুন ৫৩
চলাফেরায় সঙ্গী নির্বাচনে প্রতিষ্ঠানের কথা ভুলবেন না.............. ৫৫
হিফজুল কুরআন বিভাগে খেদমত, সময়ের অন্যতম চ্যালেঞ্জ...... ৫৭
ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণহীন হওয়া ও দূরে সরে পড়ার কারণ কী?........... ৫৮
ছাত্রের ভুল সংশোধনে সতর্কতা ৬১
নিজ কাজে ভুল এড়িয়ে চলুন... ৬৩
নিজেকে প্রশ্ন করুন ৬৪

ছাত্রের দুর্বলতার অজুহাত দেবেন না.. ৬৬
নিজেই প্রতিষ্ঠান করার প্রবণতা... ৬৯
শিক্ষকতার পেশায় বিশ্বস্ত হোন ৭৩
ছাত্র দিয়ে ছাত্রকে শাসন করানো ৭৬
ছোটখাটো বিষয়ে ছুটি না নেওয়া ৭৭
ইগোকে না বলুন.. ৮০
অভিযোগের প্রতিকার ৮২
অভিযোগ আসলে করণীয় পদক্ষেপ... ৮৪
শিক্ষকতায় সফলতা লাভে লক্ষণীয়.. ৮৬
নবাগত শিক্ষকের জন্য অবশ্য করণীয় ৯২
খেদমত ছেড়ে দেওয়ার ইচ্ছা হলে? ৯৩
আমাদের কঠোরতা ও আকাবির আসলাফের নম্রতা................... ৯৫
সফল শিক্ষক... ৯৭
সহকর্মীদের সাথে করণীয় আচরণ ১০১
প্রহার মুক্ত পাঠদান নিশ্চিত করুন ১০৩
শিশুদের সাথে করণীয় আচরণ...১০৬
আপনার হাতেগড়া শিশুই বদলে দিতে পারে পৃথিবী.................১১৫
শাস্তিপ্রদানে অভিনব কৌশল অবলম্বন করুন ১২৩
বয়স ও ক্লাস অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণ করবেন যেভাবে......১২৪
নূরানী বিভাগ...১২৫
নুরানী বিভাগের ২য় স্তর ১২৫
হিফজুল কুরআন বিভাগের ছাত্রদেরকে নিয়ন্ত্রণ করার কৌশল....১২৭
কিতাব বিভাগে শিক্ষার্থীদের নিয়ন্ত্রণ ১২৮
ক্লাসে শিক্ষার্থী নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি..১২৮
মেধার বিবেচনায় শিক্ষার্থীদের বিন্যাস, সমস্যা ও সমাধান ১৩০
উচ্চ মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী ১৩০
মধ্যম মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী...১৩১
মেধাসম্পন্ন শিক্ষার্থী ১৩১
চঞ্চল স্বভাবের শিক্ষার্থী...১৩১

১২০ দিন আপনার জন্য যথেষ্ট..১৩৩
জবাবদিহিতা আছে এমন প্রতিষ্ঠানে খেদমত করুন..................১৩৪
বিরক্ত হয়ে শিক্ষার্থীকে ধমক দেবেন না..................................১৩৫
শিক্ষার্থীর আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করুন..১৩৬
শ্রেণি কক্ষ নিয়ন্ত্রণ..১৩৮
মুহতামিম সাহেব ভুল সংশোধনের কথা বললে করণীয়............১৪১
মাদ্রাসায় উপস্থিতির ব্যাপারে শতভাগ সতর্কতা অবলম্বন করুন.১৪৪
দায়িত্বের বাইরেও অতিরিক্ত কিছু দায়িত্ব কাঁধে নিন..................১৪৬
খোলার তারিখে উপস্থিত না হওয়ার নেতিবাচক দিক...............১৪৭
পরস্পর দলাদলি করবেন না..১৪৯
মাদরাসা পরিবর্তন করা..১৫২
প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনের সময় যে সকল বিষয় খেয়াল রাখা উচিত..১৫৪
মোবাইল ও সোশ্যাল মিডিয়ার ব্যবহার..................................১৫৫
মাদরাসায় খানার সমস্যা হলে করণীয়....................................১৫৭
ঊর্ধ্বতন শিক্ষকদের মন জয় করার চেষ্টা করুন........................১৫৯
মুহতামিমের ব্যাপারে হুসনে যন..১৬০
দক্ষতা অর্জন করুন সাফল্য নিশ্চিত..১৬১
পড়ানোর কিছু কৌশল..১৬১
হতাশা নয়, রাখুন এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়................................১৬৪
অভিজ্ঞতা থেকে নতুনদের জন্য কিছু পরামর্শ..........................১৬৭
অভিভাবকদের সাথে সখ্যতা গড়া থেকে বিরত থাকুন.............১৭২
শিক্ষকের কাছ থেকে কে কী প্রত্যাশা করে..............................১৭৪
অভিভাবক শিক্ষককে যেভাবে দেখতে চায়..............................১৭৬
পরিচালক শিক্ষককে যেমন পেতে চান!..................................১৭৭
পাঠদান পদ্ধতি..১৭৮
শিক্ষকতা পেশা না খেদমত..১৭৯
বিশুদ্ধ নিয়ত..১৮১
দায়িত্ববোধ..১৮১
ছাত্রই আপনার সফলতা-ব্যর্থতার মানদণ্ড..............................১৮৩

আদর্শ শিক্ষক নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম................১৮৪
আদেশের আগে ভাবুন..১৮৫
শিক্ষার্থীর সক্ষমতা অনুযায়ী পাঠদান..১৮৭
শিক্ষার্থীদের মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী পাঠদান........................১৮৯
খেদমত চলে যাওয়াঃ কারণ ও করণীয়......................................১৯১
যেসব কারণে সাধারণত খেদমত ছুটে যায়..............................১৯২
খেদমত চলে গেলে করণীয়...১৯৩
ইমার্জেন্সি ব্যালেন্স কী...১৯৫
অর্থ ম্যানেজম্যান্ট ব্যবস্থাপনা..১৯৬
বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আপনার জন্য কিছু পরামর্শ।........................১৯৮
কর্ম জীবনে চাকরী ও আত্ম উন্নয়নের পার্থক্য ২০০
প্রতিষ্ঠানের কালচার বুঝে খেদমত করুন।...............................২০২
মেধার বিবেচনায় পাঠদান... ২০৪
ছাত্র শিক্ষকের চারটি প্রকার...২০৬
ভিন্ন চিন্তা করুন.. ২০৭

ইগোকে 'না' বলুন

সব কিছু আপনার মনমতো হবে না এটার নামই কর্ম জীবন। এ বাস্তবতা যে যত দ্রুত উপলব্ধি করবে। তার জীবন তত দ্রুত উন্নত ও সাফল্যমণ্ডিত হবে। প্রবীণ কোনো উস্তায অথবা দায়িত্বশীলগণ আপনাকে কোনো পরামর্শ দিলে তা গনিমত হিসেবে গ্রহণ করুণ। কেননা, আল্লাহ তাআলা বলেন,

يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

অর্থ: তিনি যাকে ইচ্ছা প্রজ্ঞা দান করেন আর যাকে প্রজ্ঞা দেয়া হয় নিশ্চয় সে অনেক কল্যাণ লাভ করেছে। এবং জ্ঞানীগণ-ই উপদেশ গ্রহণ করে, -বাকারা: ২৬৯

তাই বড়দের প্রজ্ঞা পূর্ণ উপদেশ কে কল্যাণ হিসেবে গ্রহণ করে জ্ঞানীর পরিচয় দিন।

আপনার কোনো সহকর্মী যদি ছাত্রদের সামনে আপনাকে এমন কিছু বলে, যার দ্বারা আপনি অপমানবোধ করেন তাহলে সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া জানানো থেকে বিরত থাকতে হবে। আরও স্পষ্ট করে বললে বলা যায় আপনার অপমান সহ্য করার মানসিকতা থাকতে হবে। যারা অন্যের কড়া কথা ও কটু বাক্য হাসি মুখে সহ্য করতে পারে না, তারা জীবনে পিছিয়ে যায়।

তাই জীবনযুদ্ধে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অন্যের অপমান হাসি মুখে সহ্য করার মানসিকতা প্রয়োজন। আপনি কোনো ভুল করেছেন ঠিক তখনই আপনার ঊর্ধ্বতন কোনো শিক্ষক, ছাত্র শিক্ষকের সামনেই আপনাকে কিছু বলে বসলো। সবার সামনে আপনাকে ধমক দেওয়াটা কতটুকু যৌক্তিক এটা ভিন্ন এক পর্যালোচনা। তবে আপনার জায়গা থেকে আপনি হাসি মুখে এ অপমান সহ্য করুন। এটা মনে করে মন খারাপ করবেন না যে তিনি সবার সামনে আমাকে এভাবে বলতে পারলেন? মনে রাখবেন পৃথিবী মোটা চামড়ার মানুষদের জন্য, পাতলা চামড়ার মানুষদের জন্য নয়।

وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا [الأحزاب: ٤٨]

অর্থ: তাদের যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করুন আর আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল করুন। তত্বাবধায়ক হিসেবে আল্লাহ যথেষ্ট (আহযাব ৪৮)

যে কোনো বিষয় সহজভাবে গ্রহণ করুন। অনাকাঙ্ক্ষিত- ভাবে সকলের সামনে কিছু বললে এটা নিয়ে অহেতুক চিন্তা করবেন না। আপনি ভাবছেন, সকলের সামনে এভাবে বলার কারণে সবাই আপনাকে নিয়ে কী ভাবছে। বিশ্বাস করুন, কেউ আপনাকে নিয়ে ভাবছে না। কেবল আপনিই আপনাকে নিয়ে ভাবছেন। সবাই স্ব স্ব স্থানে ব্যস্ত, আপনাকে নিয়ে ভাবার সময় মানুষের নেই, তাই নেতিবাচক চিন্তা পরিহার করুন। নিজ কাজে মনোযোগ দিন।

ছাত্র শিক্ষকের চারটি প্রকার

মুফতিয়ে আজম মুফতি আব্দুস সালাম চাটগামী ছাত্র শিক্ষকের মাঝে

চার ধরনের সম্পর্কের কথা বলেছেন

১ উস্তাযে আম সাগরীদে আম

২ উস্তাযে খাছ সাগরীদে খাছ

৩ ওস্তাযে আখাস সাগরীদে আখাছ

৪ ওস্তায নিজ চিন্তায় ছাত্রকে প্রভাবিত করে, বিস্তারিত ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। আপনি চার প্রকারের কোন প্রকারে আছেন তা নির্বাচন করুন। প্রথম প্রকারে থাকলে আপনি ১০০ তে জিরো পাবেন দ্বিতীয় প্রকারে ১০০ তে ৩০ পাবেন তৃতীয় প্রকারে ১০০ তে ৭০ পাবেন চতুর্থ প্রকারের ১০০ তে ১০০ পাবেন আপনি শিক্ষকতায় কত নাম্বার পেলেন ভাবুন তো?

মস্তিষ্ক ও ক্যারিয়ার

মুহাম্মাদ মুসা খান

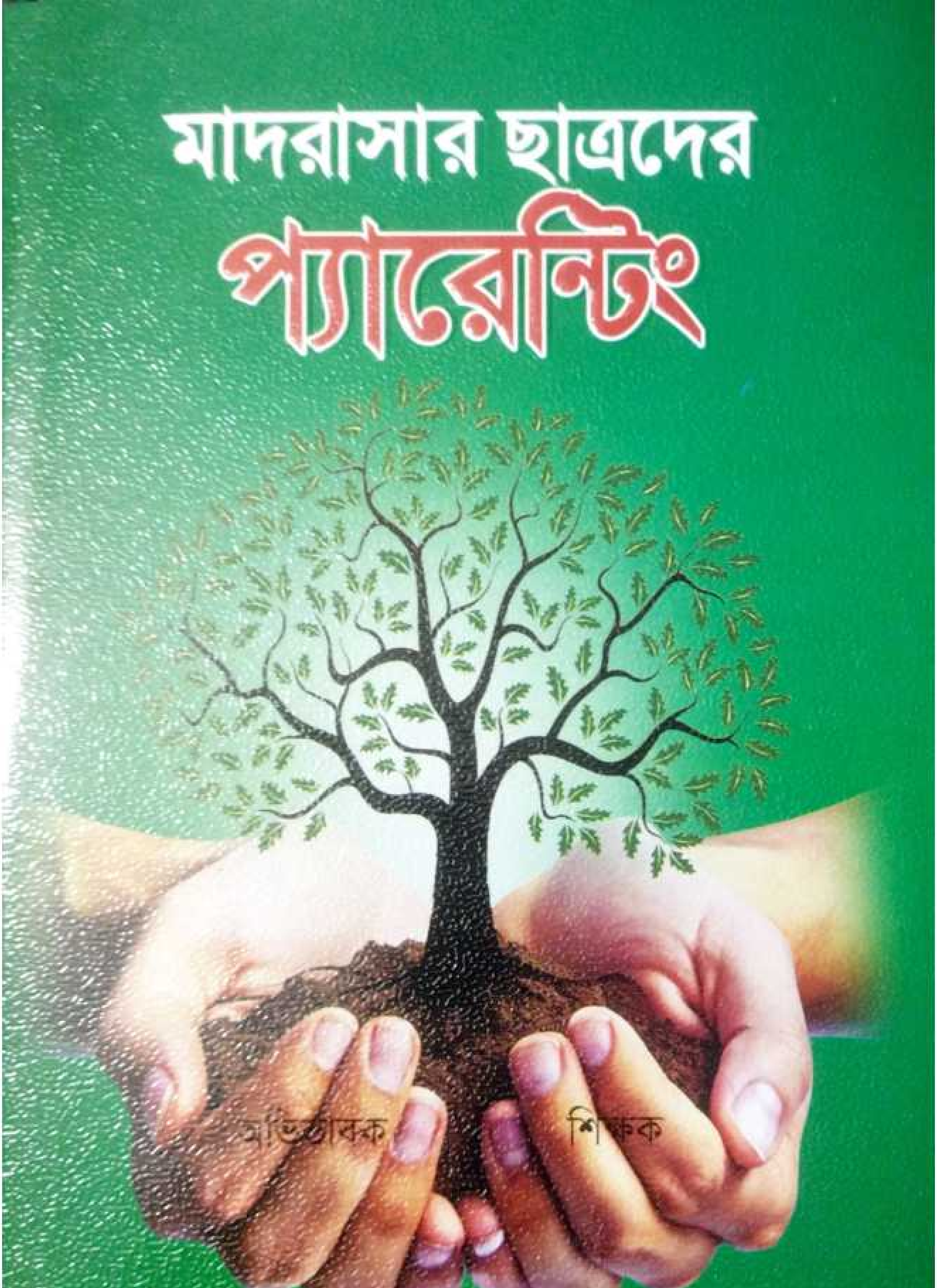

CamScanner

মাদরাসার ছাত্রদের প্যারেন্টিং

মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা খান
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
মাদরাসায়ে আবু হুরায়রা (রা.) মধুবাগ শাখা
মাদরাসায়ে আবু হুরায়রা (রা.) শান্তিবাগ শাখা
মাদরাসায়ে আবু হুরায়রা (রা.) বাশেরপুল শাখা
মাদরাসায়ে আবু হুরায়রা (রা.) মহিলা শাখা
খতিব
মধুবাগ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ঢাকা
মুহাদ্দিস
আল-জামিয়া ইসলামিয়া আল-আরাবিয়্যা আনোয়ারুল রাহমানিয়া, কোনাপাড়া, ঢাকা

ইতমিনান পাবলিকেশন্স
আপনার সমস্যার সমাধান
প্রধান কার্যালয় : পাড়াডগার, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬০।
মোবাইলঃ ০১৮৬৮-৬৮৩৬৬৮
বাংলাবাজার শাখা : ৬ নং প্যারিদাস রোড, তাজমার্কেট,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

ভূমিকা

সন্তান—আল্লাহ তা'আলার এক অফুরন্ত অফার, এক অমূল্য নেয়ামত।

এই নেয়ামতের সঠিক কদর করতে পারলে সন্তান একজন পরিশোধিত, সুসংগঠিত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। আর সেই গঠনের পথে মা-বাবার কিছু ভালো পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত শিক্ষকজীবনের প্রতিটি পর্যায়ে আমি অসংখ্য মা-বাবাকে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে দেখেছি।

অনেক সময় ইচ্ছে হয়েছে—হৃদয়ের সবটুকু আবেগ, ভালোবাসা আর দায়িত্ববোধ দিয়ে তাদেরকে সেই ভুল সিদ্ধান্ত থেকে ফিরিয়ে আনি। কেউ কেউ আমাদের পরামর্শ মেনে নেন, আবার অনেকেই তা এড়িয়ে যান। প্যারেন্টিং নিয়ে সমাজে অনেক বই লেখা হয়েছে। বিখ্যাত অনেক বিজ্ঞজন সে সব বইতে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও দিকনির্দেশনা তুলে ধরেছেন।

কিন্তু মাদ্রাসার ছাত্রদের প্যারেন্টিং—এই বিশেষ বিষয়ে তেমন কোনো কাজ আমাদের নজরে আসেনি। তাই আমরা ক্ষুদ্র একটি প্রয়াস নিয়েছি। এই পথে অনেকেই আন্তরিকভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের এই সহযোগিতা আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। এই লেখাটি এমন এক সময়ে লিখছি—

যখন মনের ভেতর অনেক কথা ঘুরছে, আবেগে মন ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু জেহেনি ইন্তেসারের কারণে কলম যেন চলতে চাচ্ছে না। হয়তো অনেক কথা পরে হৃদয়ে উঁকি দিবে কিন্তু তখন আর নতুন করে কিছু যোগ করার সুযোগ থাকবে না।

আল্লাহ পাক আমাদের এই সামান্য মেহনতকে কবুল করুন। সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

মুহাম্মদ মুসা খান
২৭/০৫/২০২৫

CamScanner

সূচিপত্র

শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতি মনিরুজ্জামান দা. বা. এর মতামত ৫
শাইখুল হাদীস, আল্লামা তাজুল ইসলাম দা.বা. এর অভিমত ৬

সন্তান লালন-পালন:
দায়িত্ব, জ্ঞান ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

সন্তান লালন-পালন শিখতে হয়.. ২৪
সন্তানের সফলতার জন্য দোয়া: ভুলে যাওয়া সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র ২৬
হযরত আলী (রাঃ) এর জীবনের এক অন্তর ছুঁয়ে যাওয়া উপলব্ধি......... ২৬
সুখের সময় দোয়া করা না শিখলে, দুঃখে সেই দোয়া অনেক সময় কবুল হয় না।.. ২৭
প্যারেন্টিং কাকে বলে— বর্তমান ও ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি ২৮
প্যারেন্টিংয়ের ধরনসমূহ (পশ্চিমা ও ইসলামি বিশ্লেষণসহ) ২৮
১. অতি সহনশীল প্যারেন্টিং (Permissive Parenting) ২৮
২. সহনশীল প্যারেন্টিং (Tolerant Parenting)............................ ২৯
৩. কঠোর প্যারেন্টিং (Authoritarian Parenting)........................ ২৯
৪. উদাসীন প্যারেন্টিং (Neglectful Parenting).......................... ৩০
আপনার করণীয়.. ৩০
বিজ্ঞান ও ইসলামী আলোকে শিক্ষণীয় বিষয় ৩১
আদেশ নয়, অনুরোধ – মনীষীদের প্যারেন্টিং ৩১
স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও সন্তানের চরিত্র গঠন.. ৩২
সন্তান মিথ্যা কিভাবে শিখে?... ৩২
পারিবারিক পরিবেশ থেকে ৩২

CamScanner

শাস্তির ভয় থেকে ৩৩
অতিরিক্ত প্রত্যাশা ৩৩
খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (রহ.) এর মা: ৩৩
ইমাম বুখারী রহ. এর মা: দোয়ার বরকতে ফিরে পেলেন ছেলের দৃষ্টিশক্তি. ৩৪
মহিউদ্দীন খান সাহেবের মা: দারিদ্র্যের মধ্যেও স্বপ্ন দেখালেন ৩৪
আল্লাহর উপর নির্ভরতার শিক্ষা ৩৪
বিশ্বাসের পরীক্ষা ৩৫
আল্লাহর রহমত ৩৫
আদেশ না, অনুরোধ ৩৫
স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও সন্তানের মানুষ হওয়া ৩৬
সন্তান মিথ্যা কিভাবে শিখে ৩৬
শিশুর মিথ্যা বলার কয়েকটি কারণ: ৩৭
অন্য মায়েদের অনুপ্রেরণাদায়ী ঘটনা ৩৭
হাসান আল বাসরীর মা: ৩৭
ইমাম মালিক রহ. এর মা: ৩৭
গর্ভকালীন সময়ে মায়েদের করণীয় ৩৮
ইসলামে গর্ভকালীন সতর্কতার গুরুত্ব ৩৯
মাতৃগর্ভে সন্তানের পরিচর্যা: ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে ৩৯
ইহুদি মায়েদের গর্ভকালীন সচেতনতা ৪০
গর্ভকালীন সময়: বিজ্ঞান কী বলে? ৪১
গর্ভকালীন সময়ে নির্দিষ্ট সূরার তিলাওয়াত ও সম্ভাব্য ফায়দা ৪১
কুসংস্কার ও ইসলাম ৪২
আমাদের দেশে প্রচলিত কিছু কুসংস্কার ৪২
কুসংস্কার থেকে মুক্তির উপায় ৪৪
প্রথম সন্তান কোথায় হবে ৪৫
আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করা ৪৫
আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এর শিক্ষা: ৪৫

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন। ৪৫
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ৪৬
আজকের আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান মতে, ... ৪৬

সন্তান প্রসবকালে আল্লাহর বিধান ও নবজাতক সম্পর্কিত ইসলামী নির্দেশনা

সন্তান প্রসবের সময় সতরের বিধান.. ৪৮
নবজাতকের কানে আযান ও একামত দেওয়া.. ৪৯
তাহনিকের গুরুত্ব ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা.. ৪৯
তাহনিক কী? ৪৯
বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে তাহনিক.. ৫০

শিশুর নাম ও ইসলাম

সুন্দর নাম রাখার গুরুত্ব.. ৫২
নাম রাখার ক্ষেত্রে কার অধিকার বেশি? ৫২
নাম রাখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ.. ৫২
জন্মনিবন্ধন.. ৫৩
নবজাতকের মাথা মুন্ডানো.. ৫৪
ইসলামের নির্দেশনা নবজাতকের সপ্তম দিনে আকিকা করা ও চুল মুন্ডানো সুন্নত।.. ৫৪
বৈজ্ঞানিক আপত্তির জবাব: ৫৪
ইসলামী সংস্কৃতি: ৫৪
রুপা নির্ধারণের কারণ: ৫৪
আকীকা করা.. ৫৫
আকীকার পশু ৫৬
কেমন পশু দ্বারা আকীকা করবো.. ৫৬
আকীকার গোশতের বিধান ৫৭

আকীকা সংক্রান্ত অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা ৫৭
শিশুর জন্য লক্ষণীয়.. ৫৭
সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহামূল্যবান নিয়ামত।........................ ৫৭
বদনজর থেকে হেফাজত.. ৬০
দুধ পান সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশনা ৬০

শিশুর পরিচর্যায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

শিশু খেতে চায় না: কারণ, সমাধান ও ইসলামী নির্দেশনা.................. ৬২
আজকের শিশুরা কেন খেতে চায় না? ৬২
সুগারযুক্ত খাবার ও ক্ষুধা মন্দা ৬৩
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ৬৩
অতিরিক্ত খাওয়ানোর ক্ষতি... ৬৩
শিশুকে খাওয়ানোর কার্যকর কৌশল... ৬৩
শিশুর খেতে না চাওয়ার কারণসমূহ.. ৬৪
বয়স বৃদ্ধির সাথে খিদের স্বাভাবিক পরিবর্তন................................. ৬৪
বয়স অনুপাতে শিশুর বেড়ে ওঠার হার ৬৫
খাবারে অরুচি: কখন চিন্তা করবেন? ৬৫
শিশুর বয়সভেদে দৈনিক ক্যালোরির চাহিদা.................................. ৬৬
রুচি বাড়ানোর ঘরোয়া টিপস ৬৬

সন্তানের জীবনে মায়ের ভূমিকা

মায়ের চরিত্র সন্তানকে গড়ে ৬৯
বয়সভিত্তিক শিশু পরিচালনায় করণীয়.. ৬৯
সন্তানকে দায়িত্বশীল করে গড়ে তুলুন.. ৭০
গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শসমূহ.. ৭০
দায়িত্ববোধ শেখানো শুরু হোক ছোটবেলা থেকেই:.......................... ৭০
সন্তান লালন-পালনে বয়োজ্যেষ্ঠদের অবদান................................ ৭১

মাতৃত্ব ও কণ্যাসন্তান

মাতৃত্বের মর্যাদা ও কন্যাসন্তানের ফজিলত.................................. ৭৫
দুধ ছাড়ানোর পর গুনাহ্ মাফ.................................. ৭৫
কন্যাসন্তানের ফজিলত ও মর্যাদা.................................. ৭৬
কন্যাসন্তান প্রতিপালনে জান্নাতের সুসংবাদ.................................. ৭৬
কন্যাসন্তান থাকা বা নিঃসন্তান থাকা সত্ত্বেও সফল হওয়া ব্যক্তিত্বরা ৭৬
যারা নিঃসন্তান থেকেও দুনিয়া বদলে দিয়েছেন: ৭৭
যারা শুধু কন্যাসন্তান থাকার পরও ইতিহাস গড়েছেন: ৭৭
সন্তান হারানোয় মায়ের মর্যাদা.................................. ৭৮
সন্তানের মৃত্যুর পর জান্নাতের সুসংবাদ.................................. ৭৮
সন্তান গর্ভে মারা গেলে বিশেষ মর্যাদা.................................. ৭৮
মাতৃত্ব এক অনুপম নিয়ামত.................................. ৭৯
ছোট্ট শিশুর মৃত্যু কষ্টের হলেও তা হতে পারে জান্নাতের পথে রহমতের বাহক. ৭৯
১. অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের মৃত্যু: জান্নাতে প্রবেশের কারণ ৭৯
২. 'জান্নাতের প্রজাপতির মতো' সন্তানেরা.................................. ৮০
৩. হজরত ইবরাহিম (আ.) এর সঙ্গেই থাকে নিষ্পাপ শিশুরা.................................. ৮১

মাদরাসায় সন্তানের প্রথম জীবন

সন্তানকে প্রথম মাদ্রাসায় ভর্তির ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়।.................................. ৮৩
নূরানী বিভাগের মূল পড়া.................................. ৮৩
অনেকের ভুল.................................. ৮৪
আপনার সন্তানের নাজেরা যদি শেষ না হয়.................................. ৮৪
দ্বিতীয় ধাপ.................................. ৮৫
প্রথম দিকে ক্লাসে বসতে না চাইলে করণীয়.................................. ৮৫
কিন্তু বাস্তবতা অনেক সময় ভিন্ন চিত্র দেখায়। ৮৫
"ক্লাসে কান্না: শিশুর স্বাভাবিক মানসিক প্রতিক্রিয়া ও আপনার করণীয় ... ৮৭
সচেতন থাকুন: যা ভুলেও করবেন না ৮৮

CamScanner

মাদরাসা/স্কুল থেকে ফিরার পর করণীয়.. ৯০
বুলিং: বাস্তবতা, বিভ্রান্তি ও করণীয়.. ৯১

হিফজুল কুরআন বিভাগের অভিভাবক

পিছনের পড়া ভুলে গেলে করণীয়.. ৯৪
সন্তান হাফেজ হওয়ার পর করণীয়.. ৯৫
হাফেজ হওয়ার পর করণীয়.. ৯৬
১. ইয়াদ ঠিক রাখার ব্যবস্থা করুন.. ৯৬
২. স্কুলের বিকল্প পথ চিন্তা করুন.. ৯৬
৩. আলেম বানানোর প্রচেষ্টা.. ৯৬
৪. ভাষা শিক্ষায় গুরুত্ব দিন.. ৯৬
৫. আবাসিক ব্যবস্থার গুরুত্ব.. ৯৬
৬. আমল ও আখলাকের খেয়াল রাখুন.. ৯৬
৭. মোবাইল থেকে দূরে রাখুন.. ৯৭
৮. হারাম সম্পর্ক থেকে সাবধানতা.. ৯৭
৯. স্কুলে পড়ানোর ক্ষেত্রে সচেতনতা.. ৯৭
১০. উশৃংখলতা দেখা দিলে.. ৯৭
অভিভাবকদের সাধারণ ভুলসমূহ.. ৯৮
২. প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনে তাড়াহুড়া.. ৯৮
শিক্ষক বা অভিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ ছাড়াই সন্তানের ইচ্ছামতো প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করে ফেলেন, যা অনেক সময় মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনে।..... ৯৮
৩. ইসলামি পরিবেশহীন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি.. ৯৮
৪. বিপরীত লিঙ্গের সাথে সহজ যোগাযোগের সুযোগ.. ৯৮
৫. সার্টিফিকেটমুখী চিন্তাভাবনা.. ৯৮
৬. সরাসরি স্কুলে ভর্তি.. ৯৮
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কারখানা নয়.. ৯৮
শিক্ষার্থী, শিক্ষক, এবং অভিভাবক।.. ৯৯

CamScanner

একটি বাস্তব উপমা দিয়ে বোঝানো যায়: ৯৯
আর্থিক দান করতে পারা সহজ, কিন্তু সময় দেওয়া, খোঁজ নেওয়া, পাশে থাকা—এই মেহনতই সবচেয়ে জরুরি। ৯৯
হিফজ পড়তে না পারলে করণীয় ১০০
সন্তান হিফজ বিভাগে আগাতে না পারার বাস্তবতায় একজন সচেতন অভিভাবকের করণীয় ১০২
সন্তান মাদরাসায় পড়তে না চাইলে করণীয় ১০৪
সন্তানের মাদরাসা শিক্ষায় অনীহা: কিছু বাস্তব কারণ ও করণীয় ১০৭
মাদরাসা ছাত্রের পোশাক ১০৯
আপনার সন্তানের পোশাক কেমন হওয়া উচিত? ১০৯
আদর্শ আলেম গড়ার শুরু হয় ঘর থেকে, পোশাক দিয়ে.. ১০৯
সন্তান যেন না ভাবে, সে "পণ্যের যুগে জন্মেছে" ১০৯
পোশাক নির্বাচনে সচেতন হোন—সুন্নত রক্ষায় দৃঢ় থাকুন.. ১১০
বেহুদা কালচারে যেন না বড় হয়—এ দায়িত্ব আপনার.. ১১০
কী করতে পারেন? অভিভাবকের কিছু করণীয় ১১০
ইসলামী পোশাক = আত্মপরিচয়ের চাবিকাঠি ১১১
মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্য পোশাক সম্পর্কে ইসলামী সচেতনতা ১১১
কুরআনের নির্দেশনা:.. ১১১
একজন দ্বীনদার শিক্ষার্থীর পোশাকে যা থাকা উচিত.. ১১২

বিবাহ সংস্কৃতি ও শ্রেণি বিন্যাস

মাদরাসা-পড়ুয়া সন্তানকে দ্রুত বিবাহের উদ্যোগ গ্রহণ.. ১১৪
রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ:.. ১১৪
হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত:.. ১১৪
বুযুর্গদের বাস্তব উদাহরণ.. ১১৫
আধুনিক বাস্তবতা: ১১৫
রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ: ১১৬

CamScanner

একটি বাস্তব উপমা দিয়ে বোঝানো যায়:.. ৯৯
আর্থিক দান করতে পারা সহজ, কিন্তু সময় দেওয়া, খোঁজ নেওয়া, পাশে থাকা—এই মেহনতই সবচেয়ে জরুরি। ৯৯
হিফজ পড়তে না পারলে করণীয় ১০০
সন্তান হিফজ বিভাগে আগাতে না পারার বাস্তবতায় একজন সচেতন অভিভাবকের করণীয় ১০২
সন্তান মাদরাসায় পড়তে না চাইলে করণীয় ১০৪
সন্তানের মাদরাসা শিক্ষায় অনীহা: কিছু বাস্তব কারণ ও করণীয় ১০৭
মাদরাসা ছাত্রের পোশাক.. ১০৯
আপনার সন্তানের পোশাক কেমন হওয়া উচিত? ১০৯
আদর্শ আলেম গড়ার শুরু হয় ঘর থেকে, পোশাক দিয়ে.................. ১০৯
সন্তান যেন না ভাবে, সে "পণ্যের যুগে জন্মেছে" ১০৯
পোশাক নির্বাচনে সচেতন হোন—সুন্নত রক্ষায় দৃঢ় থাকুন.................. ১১০
বেহুদা কালচারে যেন না বড় হয়—এ দায়িত্ব আপনার.................. ১১০
কী করতে পারেন? অভিভাবকের কিছু করণীয় ১১০
ইসলামী পোশাক = আত্মপরিচয়ের চাবিকাঠি........................ ১১১
মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্য পোশাক সম্পর্কে ইসলামী সচেতনতা ১১১
কুরআনের নির্দেশনা:.. ১১১
একজন দ্বীনদার শিক্ষার্থীর পোশাকে যা থাকা উচিত........................ ১১২

বিবাহ সংস্কৃতি ও শ্রেণি বিন্যাস

মাদরাসা-পড়ুয়া সন্তানকে দ্রুত বিবাহের উদ্যোগ গ্রহণ........................ ১১৪
রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ:.. ১১৪
হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত:.. ১১৪
বুযুর্গদের বাস্তব উদাহরণ.. ১১৫
আধুনিক বাস্তবতা: ১১৫
রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ:.. ১১৬

আমাদের করণীয়: ১১৬
অপসংস্কৃতি থেকে হেফাজত ১১৭
জন্মদিন পালন ১১৭
কুরআনের সতর্কবার্তা: ১১৮
বিবাহের অনুষ্ঠান ১১৮
অন্যান্য অপসংস্কৃতির উদাহরণ ১১৯

অপসংস্কৃতির দিবসসমূহ: সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও সতর্কতা

ভ্যালেন্টাইনস ১২২
হ্যালোইন........ ১২২
নিউ ইয়ার পার্টি ১২২
মিউজিক কনসার্ট ১২২
বসন্ত উৎসব ১২৩
অভিভাবকদের প্রতি বিশেষ আহ্বান........ ১২৩
অপসংস্কৃতির ভয়াবহতা ১২৩

কওমি মাদ্রাসার শ্রেণিবিন্যাস ও সরকারি সমমান

নূরানী ও প্রাথমিক বিভাগ ১২৭
হিফজুল কুরআন বিভাগ ১২৭
কিতাব বিভাগ (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর) ১২৭
মেশকাত ও দাওরায়ে হাদীস........ ১২৮
দাওরায়ে হাদীস-পরবর্তী উচ্চতর বিভাগসমূহ ১২৮
১. ইফতা বিভাগ: ফতোয়া শিক্ষার কেন্দ্র ১২৮
পরিচিতি:........ ১২৮
সময়কাল: ১২৮
অর্জিত যোগ্যতা:........ ১২৯

CamScanner

সুন্দর নাম রাখার গুরুত্ব

সন্তান জন্মের পর তার জন্য প্রথম ও সবচেয়ে মূল্যবান উপহার হলো একটি সুন্দর নাম। নাম মানুষের পরিচয় বহন করে, যা তার মৃত্যুর পরও স্মরণীয় হয়ে থাকে। তাই সন্তানের নাম রাখা শুধু একটি রীতি নয়; এটি তার পুরো জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে।

নাম রাখার ক্ষেত্রে কার অধিকার বেশি?

নাম রাখা নিয়ে অনেক সময় পরিবারে প্রতিযোগিতা দেখা যায় — নানা-নানী, দাদা-দাদী, কাকা-কাকী সবাই নিজস্ব পছন্দের নাম দিতে চান। ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুর নাম রাখার অধিকার **ক্রম অনুযায়ী:**

১. মা-বাবা
২. দাদা-দাদী
৩. নানা-নানী
৪. ভাই-বোন
৫. চাচা-মামা, ফুফু-খালা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন

মতানৈক্য হলে বাবার সিদ্ধান্তই প্রাধান্য পাবে। তবে উত্তম হলো, বাবা-মা একসঙ্গে পরামর্শ করে সন্তানের নাম নির্ধারণ করবেন। পরিবারের মুরুব্বীদের মতামত নেওয়াও ইসলামের সৌন্দর্যের অংশ।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

"তোমরা তাদের (সন্তানদের) পিতাদের নামেই ডাকো। এটিই আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত।"
— (সূরা আহযাব: ৫)

নাম রাখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

১. মুহাক্কিক আলেমের পরামর্শ নিন:

নাম রাখার আগে কোনো বিশুদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন আলেমের পরামর্শ নেওয়া উত্তম। এতে নামের অর্থ ও বৈধতা নিশ্চিত করা যায়।

CamScanner

সন্তানকে প্রথম মাদ্রাসায় ভর্তির ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়।

সন্তান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অমূল্য নেয়ামত। সন্তান দুনিয়াতে আসার পর প্রথম চার থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত লেখাপড়া সংক্রান্ত কোনো ঝামেলা থাকে না। কিন্তু যখন লেখাপড়ার বয়স আসে, তখন অভিভাবককে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়—তা হলো সন্তানের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা।

মাদরাসামুখী অভিভাবকগণ এ সময়ে সাধারণত অতিরিক্ত দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। বিশেষ করে যারা মাদরাসা জগত সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন না, তাদের জন্য এটি একটি বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, বর্তমানে মাদরাসা স্কুলের ছড়াছড়ি। বাহিরে বড় বড় বিজ্ঞাপন দেখে প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়, আবার হুট করে কোনো এক জায়গায় সন্তানকে ভর্তি করিয়ে দেওয়াও সঠিক সিদ্ধান্ত নয়।

প্রথমে আপনাকে জানতে হবে, আপনি আপনার সন্তানকে কী বানাতে চান—এই লক্ষ্যটা আপনার কাছে স্পষ্ট হতে হবে। তারপর দেখবেন, যে প্রতিষ্ঠানে আপনি ভর্তি করাতে যাচ্ছেন, তাদের লক্ষ্য আপনার লক্ষ্য এবং চাহিদার সঙ্গে মিল রয়েছে কি না। সবকিছু নিশ্চিত হওয়ার পরেই ভর্তি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

সবচেয়ে বুদ্ধিমান কাজ হচ্ছে—আপনার পরিচিত কোনো আলেমের সাথে পরামর্শ করা। বর্তমানে একেক মাদরাসার প্রাথমিক কারিকুলাম একেক রকম। তবে সকল কারিকুলামের উদ্দেশ্য অভিন্ন। মাদরাসা শিক্ষার সূচনাতেই যে বিভাগ থাকে, তার নাম নূরানী বিভাগ। সাধারণত এই বিভাগের ক্লাসগুলো তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত চলে।

তবে একেক প্রতিষ্ঠান একেকভাবে এই বিভাগ সাজায়। যেমন: কেউ শিশু শ্রেণি থেকে শুরু করে, কেউ আবার প্লে বা নার্সারি থেকে ভর্তি করে। ক্লাস রুটিনও একেক রকম হয়ে থাকে। স্থান, কাল, পাত্র বুঝে প্রতিষ্ঠান রুটিন তৈরি করে।

নূরানী বিভাগের মূল পড়া

আমরা আগেও আলোচনা করেছি, আপনি সন্তানকে যেই শ্রেণিতে ভর্তি করান না কেন, শুরুতেই তাকে নূরানী বিভাগে ভর্তি করাতে হবে। এই বিভাগের মূল

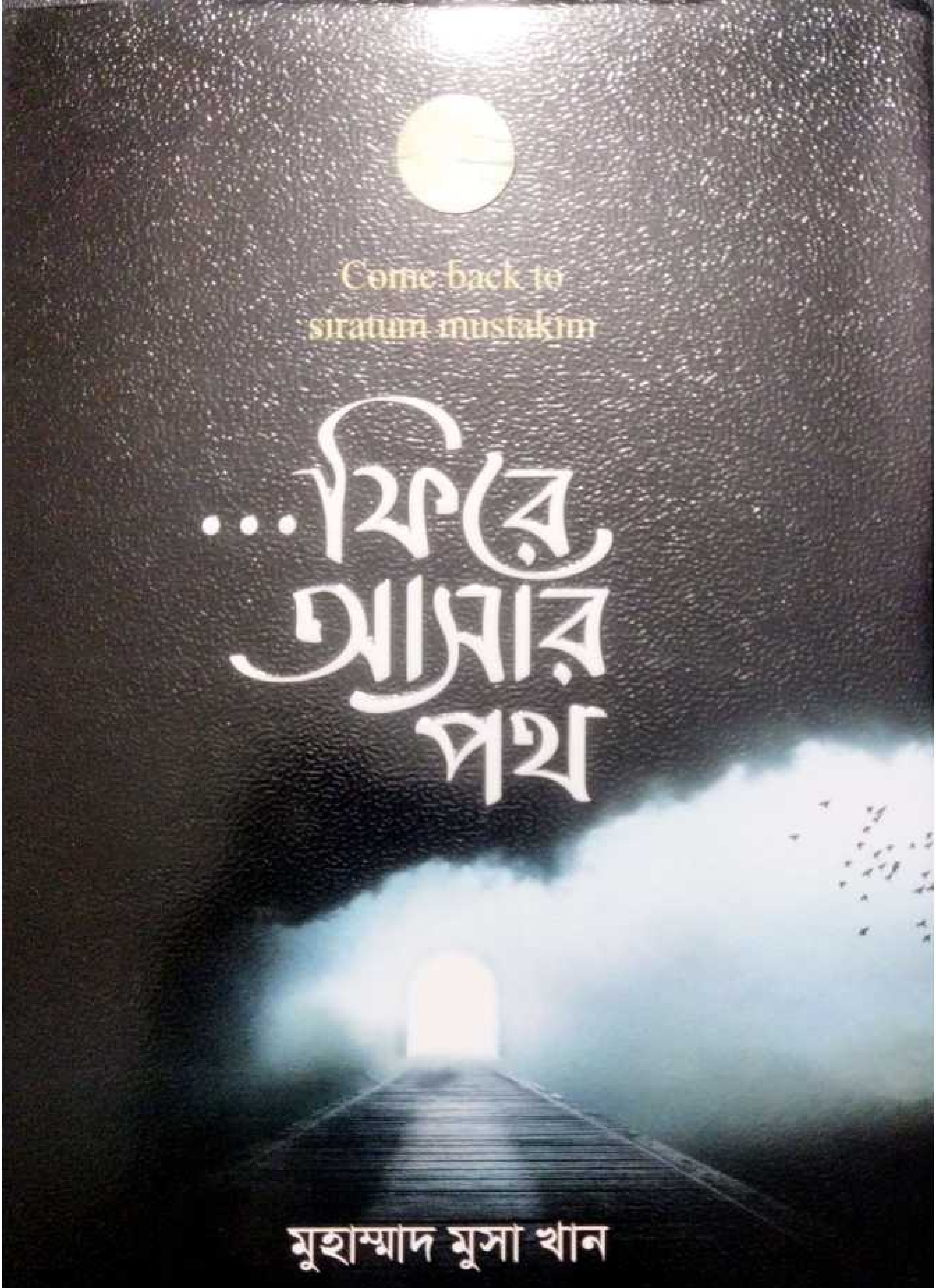

CamScanner

ফিরে আসার পথ

মুহাম্মাদ মুসা খান
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
মাদরাসায়ে আবু হুরায়রা (রা.) (মধুবাগ শাখা)
মাদরাসায়ে আবু হুরায়রা (রা.) (শান্তিবাগ শাখা)
মাদরাসায়ে হুসাইন (রা.) (বাশেরপুল শাখা)
ইতমিনান বালিকা হিফজুল কুরআন মাদরাসা
খতিব
মধুবাগ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ঢাকা
মুহাদ্দিস
আল-জামিয়া ইসলামিয়া আনোয়ারুর রাহমানিয়া, কোনাপাড়া, ঢাকা

ইতমিনান পাবলিকেশন্স
৬নং তাজমার্কেট, প্যারিদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৮৬৮-৬৮৩৬৬৮

CamScanner

বইটি পড়ার নিয়ম

বর্তমান সময়ের ছেলে-মেয়েদের অবাধ বিচরণের পথকে সহজ করা হচ্ছে। যার যেভাবে ইচ্ছা সেভাবেই ভালোবাসার সংজ্ঞা দিচ্ছে। বর্তমান প্রজন্ম মূলত জানেই না ভালোবাসা কাকে বলে। ড. আলী তানতওবীর ভাষায় অপরিপক্ক ছেলে-মেয়েদের মাঝে ভালোবাসা বলতে কিছুই নেই। যা আছে তা হলো শাররিক সম্পর্কের উন্মাদনা। এটাকেই তারা ভালোবাসা মনে করে।

ভুল করে ও ভুল সিদ্ধান্ত নেয়। হতাশাগ্রস্ত হয়ে ধ্বংস করে দেয় সুন্দর ভবিষ্যৎ। অনেক অপরিপক্ককে এমনও বলতে শুনেছি, জীবনে ভালোবাসার মানুষকেই যদি না পাই তাহলে জীবনের কী মূল্য? তারুণ্যের উন্মাদনায় উন্মাদ এ পাগলদেরকে কে বোঝাবে? তারা যেটাকে ভালোবাসা মনে করে সেটা মূলত আসক্তি। যারা এ মরিচিকায় হারিয়ে যেতে চায় বইটি মূলত তাদের জন্য নয়।

বইটি, তাদের জন্য "যারা এই মরিচিকা থেকে বের হয়ে আসতে চায়। যারা নিজের নফসে আম্মারাহ ও সাবকনশাস মাইন্ডের সাথে যুদ্ধ করে পেরে উঠছে না" তাদের মানসিক শক্তি যোগাবে বইটি, ইনশাআল্লাহ। বইটি গতানুগতিক কোনো বই নয়। তাই নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম মেনে বইটি পড়ুন।

১. সম্ভব হলে অজু করে অথবা হাত-মুখ ধুয়ে পড়ুন।
২. বসে বসে পড়ুন।
৩. প্রত্যেক লাইন কমপক্ষে তিনবার করে পড়ুন।
৪. আয়াতে সাকিনাহগুলো প্রথম দিন থেকেই পড়ুন ও আমল করুন।
৫. আরও বেশি উপকৃত হওয়ার জন্য নাসিহা কাউন্সেলিং কোর্সে অংশ-গ্রহণ করুন।
৬. অভিভাবক আপনার সন্তানকে নসিহা কাউন্সিলিং কোর্সে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করুন।

মুহাম্মাদ মুসা খান
১৬/০৫/২০২৪

CamScanner

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়

হারাম রিলেশনশিপ: সময়ের সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাধি................ ১৬
মুসলিম সমাজে হারাম রিলেশন বিস্তারে কুফরি শক্তির এজেন্ডা ১৮
হারাম রিলেশন পুঁজিবাদের অন্যতম হাতিয়ার ২১
হারাম রিলেশন থেকে ফিরে আসার যুদ্ধে কীভাবে জয়ী হবেন ২৩
ব্রেইনের দ্বৈত মেকানিজম দেখে ক্লান্ত হওয়া যাবে না................. ২৫
আমলে নিন বুজুর্গদের পরামর্শ.. ২৮
নফসে আম্মারাহর বিরুদ্ধের এ যুদ্ধে ক্ষান্তি নেই ৩০
নফসে আম্মারাহকে পরাজিত করে মালেক বিন দিনারের ফিরে আসার গল্প ৩২
আস্থা রাখুন তাকদিরে ৩৫

দ্বিতীয় অধ্যায়

মুসা (আ.)- এর মায়ের কথা ভাবুন ৪০
মোহ-মায়ার জালে আটকে পড়া যাবে না ৪২
আসক্তি ও ভালোবাসা.. ৪৪
আসক্তির জাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসা এক যুবকের গল্প ৪৭
নিজেকে নিয়ন্ত্রণের শক্তি অর্জন করুন ৪৯
বিজ্ঞান বলছে কষ্ট একটু হবেই ৫১
বিচ্ছেদের যন্ত্রণা থেকে বাঁচতে গণনা থেরাপি.......................... ৫৪

CamScanner

হারাম রিলেশনে বিচ্ছেদের ঘটনা যন্ত্রণার কারণ নয়, নেয়ামত.......৫৬
ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করুন স্বস্তির ৬১
যেখানে চিন্তার দখল নেই..................................... ৬২
বাস্তবতাকে উপলব্ধি করুন ৬৪
গবেষণা বলে ভিন্ন কথা ৬৫
অশান্ত হৃদয়কে প্রশান্ত করার কুরআনি আমল......................৬৯
ভাইরাস অ্যাপ ডিলেট করুন.....................................৭২
হৃদয়ের এই হাহাকার স্থায়ী নয় ৭৪

তৃতীয় অধ্যায়

হারাম সম্পর্ক থেকে উত্তরণের জন্য যেসব আমল অপরিহার্য ৭৭
তাওবা ও ইস্তিগফার ৭৯
আত্মমর্যাদাবোধ তৈরি করে স্বাভাবিক থাকুন.........................৮৪
হারাম থেকে ফিরে আসার যুদ্ধে অনুসরণ করুন কার্যকরী সূত্র.......৮৬
ডোপামিন হরমোন ও হারাম রিলেশন...............................৯০
মানুষ কষ্ট পায় না, নিজেই তৈরি করে ৯৩
আপনার বুকে বেঁচে থাকার আশা আছে ৯৭
হারাম রিলেশনের সূচনা ও সমাপ্তি: এক বিস্ময়কর যাত্রা.............৯৮
পরিবেশ থেকে প্রভাবিত হবেন না ১০০
কেন ফিরে আসবেন হারাম রিলেশন থেকে ১০১
বিবেক ছিনতাই ১০২
নিজেকে কি প্রতারিত মনে হচ্ছে? ১০৪
আপনার বিবেকের কাছে প্রশ্ন.....................................১০৮
শেষ বারের মতো আরে একটা বলি-এই ফাঁদে পা দেবেন না ১১০
হঠাৎ মনে পড়ে গেলে কী করবেন.................................১১১
হারাম রিলেশন কেইস স্টাডি ১১২

CamScanner

মুসলিম সমাজে হারাম রিলেশন বিস্তারে কুফরি শক্তির এজেন্ডা

ক্লোজআপ কাছে আসার গল্প নামটি আমরা সবাই নিশ্চয়ই শুনেছি। সূক্ষ্মভাবে মুসলিম সমাজে হারাম রিলেশন বিস্তার প্রকল্পে তারা একটু একটু করে অগ্রসর হচ্ছে।

তাদের এই কাছে আসার গল্প' প্রজেক্টের মূল শিরোনাম ফ্রি টু লাভ' বা ভালোবাসার প্রতি উদারতা। 'ফ্রি টু লাভ' দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হলো দ্বীন, ধর্ম, সমাজ, লিঙ্গ কোনো কিছুর বাইনারি বা বাধাকে গুরুত্ব না দিয়ে নারী-পুরুষের বিবাহবহির্ভূত অবৈধ ভালোবাসা বা রিলেশনশিপের ব্যাপক প্রসার।

অর্থাৎ কোনো মুসলিম ও মুশরিক ছেলেমেয়ে পরস্পর প্রেমে জড়ানোর ক্ষেত্রে দ্বীনকে পরোয়া করবে না। ভালোবাসা তাদেরকে কাছাকাছি এনে দেবে ধর্ম-বর্ণের বিভাজনকে ছিন্ন করে।

এমনকি ভালোবাসা পরোয়া করবো না লৈঙ্গিক বিভাজনও। ছেলে ছেলের সাথে, মেয়ে মেয়ের সাথে চাইলে সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারবে,

CS CamScanner

হারাম রিলেশন পুঁজিবাদের অন্যতম হাতিয়ার

আপনি খেয়াল করলে দেখতে পাবেন, প্রতিবছর ভ্যালেন্টাইন দিবসকে উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন কোম্পানি আর রেস্টুরেন্টগুলো কত রংচঙা আর চটকদার অফার ঘোষণা করে।

হোটেলগুলোতে কাপলদের জন্য বিশেষ রুমের ব্যবস্থা, বিশেষ ফ্লাইটের ব্যবস্থাসহ নানা ধরনের ক্যাম্পেইন চলে হারাম রিলেশনকে ঘিরে। অন্যদিকে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির ছোট পর্দায় বা বড় পর্দায় তৈরি হয় অসংখ্য বিজ্ঞাপন, ড্রামা ও সিনেমা।

মূলত আধুনিক সময়ে যৌনতাই পুঁজিবাদীদের প্রধান একটি হাতিয়ার। এর মধ্য দিয়ে তারা শুধু কোটি কোটি টাকা প্রফিট করছে, তাই নয়, বরং তাদের বিজনেস দাঁড়িয়ে আছে এই যৌনতাকে কেন্দ্র করেই। এজন্য দেখা যায় আধুনিক যুগের পুঁজিবাদী মনোভাবাপন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর অধিকাংশ আয়োজন ও ব্যবস্থাপনা যৌনতাকেন্দ্রিক।

যৌনতার সহজলভ্যতা বা পরিবেশ তৈরির মধ্য দিয়ে তারা এই

তাওবা ও ইস্তিগফার

উলামায়ে উম্মত সকলেই একমত যে, তাওবা কবুল হওয়ার জন্য তিনটি শর্ত জরুরি। প্রথমত যে গুনাহ হয়ে গেছে তার জন্য অন্তর থেকে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হওয়া। দ্বিতীয়ত, সঙ্গে সঙ্গে ঐ গুনাহ বর্জন করা। তৃতীয়ত, এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করা যে, ভবিষ্যতে কখন ও এ গুনাহ করবো না। এ তিনটি বিষয় একত্র হলে তাওবা কামিল ও পূর্ণ হয়ে যায়।

ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায়, মানুষ কোনো পাপে লিপ্ত হওয়ার পর যদি সে তার ভুল বুঝতে পারে এবং এজন্য সে কায়মনোবাক্যে মহান প্রভুর কাছে অনুতপ্ত হয় তাহলে সে গুনাহ যত বড়ই হোক না কেন, তা ক্ষমা করে দেওয়া হয়। পবিত্র কুরআনের আহ্বান কতটা সরল, দেখুন,

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ

(হে নবি,) তুমি বলে দাও, হে আমার বান্দারা! তোমরা যারা নিজেদের ওপর অবিচার করেছোও, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ সমুদয় পাপ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো মহা ক্ষমাশীল, অত্যন্ত দয়ালু। (সূরা যুমার- ৫৩)

আপনার বিবেকের কাছে প্রশ্ন

প্রিয় ভাই ও বোন,

আপনি কি তাকে ভুলে যাওয়ার দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করছেন? এ অব্যক্ত যন্ত্রণা কতদিন আর বয়ে বেড়াবেন? পৃথিবীতে সে একাই কি সুন্দরী ও গুণবতী? গুণধর সুপুরুষ কি সে একজনই? আদতে মানুষের প্রকৃতিগত স্বভাব হচ্ছে, তার চাহিদার কোনো শেষ নেই।

হোক সেটা অর্থের কিংবা যৌনতার। হারাম রিলেশনে জড়ানোর পূর্বের দিনগুলোকে কী মনে হয়? কত সুখময় ও আনন্দের ছিল আপনার জীবন। সুউচ্চ আকাশ, সবুজ গাছ, কলকলিয়ে বয়ে চলা নদী সবই আপনাকে টানতো। কিন্তু এখন কী হলো? এসকল সৌন্দর্যের সমারোহ আপনার ভালো লাগছে না। আপনি ভাবছেন, তাকে পেলেই আপনি সুখী হবেন!

কিন্তু এটা তো ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আল্লাহ ছাড়া কেউ অবগত নন। আপনি কীভাবে নিশ্চিত হলেন যে, আপনার সুখময় জীবন তার সাথে নিহিত? আপনার ধারণা যে ভুলও হতে পারে এটা কেন

মাদরাসার ছাত্রদের

প্যারেন্টিং

মুহাম্মাদ মুসা খান

মাদরাসার ছাত্রদের প্যারেন্টিং

মাওলানা মুহাম্মাদ মুসা খান
প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক
মাদরাসায়ে আবু হুরায়রা (রা.) মধুবাগ শাখা
মাদরাসায়ে আবু হুরায়রা (রা.) শান্তিবাগ শাখা
মাদরাসায়ে আবু হুরায়রা (রা.) বাশেরপুল শাখা
মাদরাসায়ে আবু হুরায়রা (রা.) মহিলা শাখা
খতিব
মধুবাগ কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ, ঢাকা
মুহাদ্দিস
আল-জামিয়া ইসলামিয়া আল-আরাবিয়্যা আনোয়ারুল রাহমানিয়া, কোনাপাড়া, ঢাকা

ইতমিনান পাবলিকেশন্স
আপনার সমস্যার সমাধান
প্রধান কার্যালয় : পাড়াডগার, ডেমরা, ঢাকা-১৩৬০।
মোবাইলঃ ০১৮৬৮-৬৮৩৬৬৮
বাংলাবাজার শাখা : ৬ নং প্যারিদাস রোড, তাজমার্কেট,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

CamScanner

ভূমিকা

সন্তান—আল্লাহ তা'আলার এক অফুরন্ত অফার, এক অমূল্য নেয়ামত।

এই নেয়ামতের সঠিক কদর করতে পারলে সন্তান একজন পরিশোধিত, সুসংগঠিত মানুষ হিসেবে গড়ে ওঠে। আর সেই গঠনের পথে মা-বাবার কিছু ভালো পদক্ষেপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ছাত্রজীবন থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত শিক্ষকজীবনের প্রতিটি পর্যায়ে আমি অসংখ্য মা-বাবাকে ভুল সিদ্ধান্ত নিতে দেখেছি।

অনেক সময় ইচ্ছে হয়েছে—হৃদয়ের সবটুকু আবেগ, ভালোবাসা আর দায়িত্ববোধ দিয়ে তাদেরকে সেই ভুল সিদ্ধান্ত থেকে ফিরিয়ে আনি। কেউ কেউ আমাদের পরামর্শ মেনে নেন, আবার অনেকেই তা এড়িয়ে যান। প্যারেন্টিং নিয়ে সমাজে অনেক বই লেখা হয়েছে। বিখ্যাত অনেক বিজ্ঞজন সে সব বইতে তাঁদের অভিজ্ঞতা ও দিকনির্দেশনা তুলে ধরেছেন।

কিন্তু মাদ্রাসার ছাত্রদের প্যারেন্টিং—এই বিশেষ বিষয়ে তেমন কোনো কাজ আমাদের নজরে আসেনি। তাই আমরা ক্ষুদ্র একটি প্রয়াস নিয়েছি। এই পথে অনেকেই আন্তরিকভাবে আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তাঁদের এই সহযোগিতা আল্লাহ তাআলা কবুল করুন। এই লেখাটি এমন এক সময়ে লিখছি—

যখন মনের ভেতর অনেক কথা ঘুরছে, আবেগে মন ভেসে যাচ্ছে, কিন্তু জেহেনি ইন্তেসারের কারণে কলম যেন চলতে চাচ্ছে না। হয়তো অনেক কথা পরে হৃদয়ে উঁকি দিবে কিন্তু তখন আর নতুন করে কিছু যোগ করার সুযোগ থাকবে না।

আল্লাহ পাক আমাদের এই সামান্য মেহনতকে কবুল করুন। সকলকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

মুহাম্মদ মুসা খান
২৭/০৫/২০২৫

CamScanner

সূচিপত্র

শাইখুল হাদীস আল্লামা মুফতি মনিরুজ্জামান দা. বা. এর মতামত ৫
শাইখুল হাদীস, আল্লামা তাজুল ইসলাম দা.বা. এর অভিমত ৬

সন্তান লালন-পালন:
দায়িত্ব, জ্ঞান ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি

সন্তান লালন-পালন শিখতে হয়... ২৪
সন্তানের সফলতার জন্য দোয়া: ভুলে যাওয়া সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্র ২৬
হযরত আলী (রাঃ) এর জীবনের এক অন্তর ছুঁয়ে যাওয়া উপলব্ধি......... ২৬
সুখের সময় দোয়া করা না শিখলে, দুঃখে সেই দোয়া অনেক সময় কবুল হয় না।.. ২৭
প্যারেন্টিং কাকে বলে— বর্তমান ও ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গি ২৮
প্যারেন্টিংয়ের ধরনসমূহ (পশ্চিমা ও ইসলামি বিশ্লেষণসহ) ২৮
১. অতি সহনশীল প্যারেন্টিং (Permissive Parenting) ২৮
২. সহনশীল প্যারেন্টিং (Tolerant Parenting)............................ ২৯
৩. কঠোর প্যারেন্টিং (Authoritarian Parenting)....................... ২৯
৪. উদাসীন প্যারেন্টিং (Neglectful Parenting)......................... ৩০
আপনার করণীয়.. ৩০
বিজ্ঞান ও ইসলামী আলোকে শিক্ষণীয় বিষয় ৩১
আদেশ নয়, অনুরোধ – মনীষীদের প্যারেন্টিং ৩১
স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও সন্তানের চরিত্র গঠন...................................... ৩২
সন্তান মিথ্যা কিভাবে শিখে?.. ৩২
পারিবারিক পরিবেশ থেকে ৩২

CamScanner

শাস্তির ভয় থেকে ৩৩
অতিরিক্ত প্রত্যাশা ৩৩
খাজা মঈনুদ্দীন চিশতি (রহ.) এর মা: ৩৩
ইমাম বুখারী রহ. এর মা: দোয়ার বরকতে ফিরে পেলেন ছেলের দৃষ্টিশক্তি. ৩৪
মহিউদ্দীন খান সাহেবের মা: দারিদ্র্যের মধ্যেও স্বপ্ন দেখালেন ৩৪
আল্লাহর উপর নির্ভরতার শিক্ষা ৩৪
বিশ্বাসের পরীক্ষা ৩৫
আল্লাহর রহমত ৩৫
আদেশ না, অনুরোধ ৩৫
স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ও সন্তানের মানুষ হওয়া ৩৬
সন্তান মিথ্যা কিভাবে শিখে ৩৬
শিশুর মিথ্যা বলার কয়েকটি কারণ: ৩৭
অন্য মায়েদের অনুপ্রেরণাদায়ী ঘটনা ৩৭
হাসান আল বাসরীর মা: ৩৭
ইমাম মালিক রহ. এর মা: ৩৭
গর্ভকালীন সময়ে মায়েদের করণীয় ৩৮
ইসলামে গর্ভকালীন সতর্কতার গুরুত্ব ৩৯
মাতৃগর্ভে সন্তানের পরিচর্যা: ইসলাম ও বিজ্ঞানের আলোকে ৩৯
ইহুদি মায়েদের গর্ভকালীন সচেতনতা ৪০
গর্ভকালীন সময়: বিজ্ঞান কী বলে? ৪১
গর্ভকালীন সময়ে নির্দিষ্ট সূরার তিলাওয়াত ও সম্ভাব্য ফায়দা ৪১
কুসংস্কার ও ইসলাম ৪২
আমাদের দেশে প্রচলিত কিছু কুসংস্কার ৪২
কুসংস্কার থেকে মুক্তির উপায় ৪৪
প্রথম সন্তান কোথায় হবে ৪৫
আল্লাহর শোকরিয়া আদায় করা ৪৫
আম্মাজান আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) এর শিক্ষা: ৪৫

আলহামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামীন। ৪৫
বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ৪৬
আজকের আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান মতে, ... ৪৬

সন্তান প্রসবকালে আল্লাহর বিধান ও নবজাতক সম্পর্কিত ইসলামী নির্দেশনা

সন্তান প্রসবের সময় সতরের বিধান........ ৪৮
নবজাতকের কানে আযান ও একামত দেওয়া........ ৪৯
তাহনিকের গুরুত্ব ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা........ ৪৯
তাহনিক কী? ৪৯
বৈজ্ঞানিক গবেষণার আলোকে তাহনিক........ ৫০

শিশুর নাম ও ইসলাম

সুন্দর নাম রাখার গুরুত্ব........ ৫২
নাম রাখার ক্ষেত্রে কার অধিকার বেশি? ৫২
নাম রাখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ........ ৫২
জন্মনিবন্ধন........ ৫৩
নবজাতকের মাথা মুন্ডানো ৫৪
ইসলামের নির্দেশনা নবজাতকের সপ্তম দিনে আকিকা করা ও চুল মুন্ডানো সুন্নত।........ ৫৪
বৈজ্ঞানিক আপত্তির জবাব: ৫৪
ইসলামী সংস্কৃতি: ৫৪
রুপা নির্ধারণের কারণ: ৫৪
আকীকা করা........ ৫৫
আকীকার পশু ৫৬
কেমন পশু দ্বারা আকীকা করবো........ ৫৬
আকীকার গোশতের বিধান ৫৭

আকীকা সংক্রান্ত অতিরিক্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা ৫৭
শিশুর জন্য লক্ষণীয়.. ৫৭
সন্তান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহামূল্যবান নিয়ামত।........................ ৫৭
বদনজর থেকে হেফাজত.. ৬০
দুধ পান সংক্রান্ত বিশেষ নির্দেশনা ৬০

শিশুর পরিচর্যায় কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

শিশু খেতে চায় না: কারণ, সমাধান ও ইসলামী নির্দেশনা.................. ৬২
আজকের শিশুরা কেন খেতে চায় না?.. ৬২
সুগারযুক্ত খাবার ও ক্ষুধা মন্দা ৬৩
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ৬৩
অতিরিক্ত খাওয়ানোর ক্ষতি.. ৬৩
শিশুকে খাওয়ানোর কার্যকর কৌশল.. ৬৩
শিশুর খেতে না চাওয়ার কারণসমূহ.. ৬৪
বয়স বৃদ্ধির সাথে খিদের স্বাভাবিক পরিবর্তন................................ ৬৪
বয়স অনুপাতে শিশুর বেড়ে ওঠার হার ৬৫
খাবারে অরুচি: কখন চিন্তা করবেন? ৬৫
শিশুর বয়সভেদে দৈনিক ক্যালোরির চাহিদা.................................. ৬৬
রুচি বাড়ানোর ঘরোয়া টিপস ৬৬

সন্তানের জীবনে মায়ের ভূমিকা

মায়ের চরিত্র সন্তানকে গড়ে ৬৯
বয়সভিত্তিক শিশু পরিচালনায় করণীয়.. ৬৯
সন্তানকে দায়িত্বশীল করে গড়ে তুলুন.. ৭০
গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শসমূহ.. ৭০
দায়িত্ববোধ শেখানো শুরু হোক ছোটবেলা থেকেই:.............................. ৭০
সন্তান লালন-পালনে বয়োজ্যেষ্ঠদের অবদান................................ ৭১

মাতৃত্ব ও কণ্যাসন্তান

মাতৃত্বের মর্যাদা ও কন্যাসন্তানের ফজিলত.................................... ৭৫
দুধ ছাড়ানোর পর গুনাহ্ মাফ.. ৭৫
কন্যাসন্তানের ফজিলত ও মর্যাদা ৭৬
কন্যাসন্তান প্রতিপালনে জান্নাতের সুসংবাদ ৭৬
কন্যাসন্তান থাকা বা নিঃসন্তান থাকা সত্ত্বেও সফল হওয়া ব্যক্তিত্বরা ৭৬
যারা নিঃসন্তান থেকেও দুনিয়া বদলে দিয়েছেন: ৭৭
যারা শুধু কন্যাসন্তান থাকার পরও ইতিহাস গড়েছেন: ৭৭
সন্তান হারানোয় মায়ের মর্যাদা.. ৭৮
সন্তানের মৃত্যুর পর জান্নাতের সুসংবাদ ৭৮
সন্তান গর্ভে মারা গেলে বিশেষ মর্যাদা.. ৭৮
মাতৃত্ব এক অনুপম নিয়ামত.. ৭৯
ছোট্ট শিশুর মৃত্যু কষ্টের হলেও তা হতে পারে জান্নাতের পথে রহমতের বাহক. ৭৯
১. অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের মৃত্যু: জান্নাতে প্রবেশের কারণ ৭৯
২. 'জান্নাতের প্রজাপতির মতো' সন্তানেরা.. ৮০
৩. হজরত ইবরাহিম (আ.) এর সঙ্গেই থাকে নিষ্পাপ শিশুরা.................... ৮১

মাদরাসায় সন্তানের প্রথম জীবন

সন্তানকে প্রথম মাদ্রাসায় ভর্তির ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়।.............................. ৮৩
নূরানী বিভাগের মূল পড়া ৮৩
অনেকের ভুল... ৮৪
আপনার সন্তানের নাজেরা যদি শেষ না হয়..................................... ৮৪
দ্বিতীয় ধাপ ৮৫
প্রথম দিকে ক্লাসে বসতে না চাইলে করণীয় ৮৫
কিন্তু বাস্তবতা অনেক সময় ভিন্ন চিত্র দেখায়। ৮৫
"ক্লাসে কান্না: শিশুর স্বাভাবিক মানসিক প্রতিক্রিয়া ও আপনার করণীয় ... ৮৭
সচেতন থাকুন: যা ভুলেও করবেন না ৮৮

CamScanner

মাদরাসা/স্কুল থেকে ফিরার পর করণীয়.................................. ৯০
বুলিং: বাস্তবতা, বিভ্রান্তি ও করণীয় ৯১

হিফজুল কুরআন বিভাগের অভিভাবক

পিছনের পড়া ভুলে গেলে করণীয় ৯৪
সন্তান হাফেজ হওয়ার পর করণীয় ৯৫
হাফেজ হওয়ার পর করণীয়.................................. ৯৬
১. ইয়াদ ঠিক রাখার ব্যবস্থা করুন.................................. ৯৬
২. স্কুলের বিকল্প পথ চিন্তা করুন ৯৬
৩. আলেম বানানোর প্রচেষ্টা ৯৬
৪. ভাষা শিক্ষায় গুরুত্ব দিন.................................. ৯৬
৫. আবাসিক ব্যবস্থার গুরুত্ব.................................. ৯৬
৬. আমল ও আখলাকের খেয়াল রাখুন.................................. ৯৬
৭. মোবাইল থেকে দূরে রাখুন.................................. ৯৭
৮. হারাম সম্পর্ক থেকে সাবধানতা ৯৭
৯. স্কুলে পড়ানোর ক্ষেত্রে সচেতনতা ৯৭
১০. উশৃংখলতা দেখা দিলে ৯৭
অভিভাবকদের সাধারণ ভুলসমূহ.................................. ৯৮
২. প্রতিষ্ঠান পরিবর্তনে তাড়াহুড়া ৯৮
শিক্ষক বা অভিজ্ঞ আলেমের পরামর্শ ছাড়াই সন্তানের ইচ্ছামতো প্রতিষ্ঠান পরিবর্তন করে ফেলেন, যা অনেক সময় মারাত্মক ক্ষতি ডেকে আনে।..... ৯৮
৩. ইসলামি পরিবেশহীন প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ৯৮
৪. বিপরীত লিঙ্গের সাথে সহজ যোগাযোগের সুযোগ ৯৮
৫. সার্টিফিকেটমুখী চিন্তাভাবনা.................................. ৯৮
৬. সরাসরি স্কুলে ভর্তি.................................. ৯৮
শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কারখানা নয় ৯৮
শিক্ষার্থী, শিক্ষক, এবং অভিভাবক।.................................. ৯৯

CamScanner

একটি বাস্তব উপমা দিয়ে বোঝানো যায়: ৯৯
আর্থিক দান করতে পারা সহজ, কিন্তু সময় দেওয়া, খোঁজ নেওয়া, পাশে থাকা—এই মেহনতই সবচেয়ে জরুরি। ৯৯
হিফজ পড়তে না পারলে করণীয় ১০০
সন্তান হিফজ বিভাগে আগাতে না পারার বাস্তবতায় একজন সচেতন অভিভাবকের করণীয় ১০২
সন্তান মাদরাসায় পড়তে না চাইলে করণীয় ১০৪
সন্তানের মাদরাসা শিক্ষায় অনীহা: কিছু বাস্তব কারণ ও করণীয় ১০৭
মাদরাসা ছাত্রের পোশাক ১০৯
আপনার সন্তানের পোশাক কেমন হওয়া উচিত? ১০৯
আদর্শ আলেম গড়ার শুরু হয় ঘর থেকে, পোশাক দিয়ে........ ১০৯
সন্তান যেন না ভাবে, সে "পণ্যের যুগে জন্মেছে" ১০৯
পোশাক নির্বাচনে সচেতন হোন—সুন্নত রক্ষায় দৃঢ় থাকুন........ ১১০
বেহুদা কালচারে যেন না বড় হয়—এ দায়িত্ব আপনার........ ১১০
কী করতে পারেন? অভিভাবকের কিছু করণীয় ১১০
ইসলামী পোশাক = আত্মপরিচয়ের চাবিকাঠি ১১১
মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্য পোশাক সম্পর্কে ইসলামী সচেতনতা ১১১
কুরআনের নির্দেশনা:........ ১১১
একজন দ্বীনদার শিক্ষার্থীর পোশাকে যা থাকা উচিত........ ১১২

বিবাহ সংস্কৃতি ও শ্রেণি বিন্যাস

মাদরাসা-পড়ুয়া সন্তানকে দ্রুত বিবাহের উদ্যোগ গ্রহণ........ ১১৪
রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ:........ ১১৪
হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত:........ ১১৪
বুযুর্গদের বাস্তব উদাহরণ........ ১১৫
আধুনিক বাস্তবতা: ১১৫
রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ: ১১৬

CamScanner

একটি বাস্তব উপমা দিয়ে বোঝানো যায়:.................................... ৯৯
আর্থিক দান করতে পারা সহজ, কিন্তু সময় দেওয়া, খোঁজ নেওয়া, পাশে থাকা—এই মেহনতই সবচেয়ে জরুরি। ৯৯
হিফজ পড়তে না পারলে করণীয় ১০০
সন্তান হিফজ বিভাগে আগাতে না পারার বাস্তবতায় একজন সচেতন অভিভাবকের করণীয় ১০২
সন্তান মাদরাসায় পড়তে না চাইলে করণীয় ১০৪
সন্তানের মাদরাসা শিক্ষায় অনীহা: কিছু বাস্তব কারণ ও করণীয় ১০৭
মাদরাসা ছাত্রের পোশাক.. ১০৯
আপনার সন্তানের পোশাক কেমন হওয়া উচিত? ১০৯
আদর্শ আলেম গড়ার শুরু হয় ঘর থেকে, পোশাক দিয়ে.................. ১০৯
সন্তান যেন না ভাবে, সে "পণ্যের যুগে জন্মেছে" ১০৯
পোশাক নির্বাচনে সচেতন হোন—সুন্নত রক্ষায় দৃঢ় থাকুন................ ১১০
বেহুদা কালচারে যেন না বড় হয়—এ দায়িত্ব আপনার..................... ১১০
কী করতে পারেন? অভিভাবকের কিছু করণীয় ১১০
ইসলামী পোশাক = আত্মপরিচয়ের চাবিকাঠি.............................. ১১১
মাদরাসা শিক্ষার্থীদের জন্য পোশাক সম্পর্কে ইসলামী সচেতনতা ১১১
কুরআনের নির্দেশনা:.. ১১১
একজন দ্বীনদার শিক্ষার্থীর পোশাকে যা থাকা উচিত........................ ১১২

বিবাহ সংস্কৃতি ও শ্রেণি বিন্যাস

মাদরাসা-পড়ূয়া সন্তানকে দ্রুত বিবাহের উদ্যোগ গ্রহণ..................... ১১৪
রাসূলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশ:.. ১১৪
হযরত আলী (রাঃ) থেকে বর্ণিত:.. ১১৪
বুযুর্গদের বাস্তব উদাহরণ.. ১১৫
আধুনিক বাস্তবতা: ১১৫
রাসূলুল্লাহ ﷺ এর গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ:.. ১১৬

আমাদের করণীয়: ১১৬
অপসংস্কৃতি থেকে হেফাজত ১১৭
জন্মদিন পালন ১১৭
কুরআনের সতর্কবার্তা: ১১৮
বিবাহের অনুষ্ঠান ১১৮
অন্যান্য অপসংস্কৃতির উদাহরণ ১১৯

অপসংস্কৃতির দিবসসমূহ:
সংক্ষিপ্ত আলোচনা ও সতর্কতা

ভ্যালেন্টাইনস ১২২
হ্যালোইন........ ১২২
নিউ ইয়ার পার্টি ১২২
মিউজিক কনসার্ট ১২২
বসন্ত উৎসব ১২৩
অভিভাবকদের প্রতি বিশেষ আহ্বান........ ১২৩
অপসংস্কৃতির ভয়াবহতা ১২৩

কওমি মাদ্রাসার শ্রেণিবিন্যাস ও সরকারি সমমান

নূরানী ও প্রাথমিক বিভাগ ১২৭
হিফজুল কুরআন বিভাগ ১২৭
কিতাব বিভাগ (মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর) ১২৭
মেশকাত ও দাওরায়ে হাদীস........ ১২৮
দাওরায়ে হাদীস-পরবর্তী উচ্চতর বিভাগসমূহ ১২৮
১. ইফতা বিভাগ: ফতোয়া শিক্ষার কেন্দ্র ১২৮
পরিচিতি:........ ১২৮
সময়কাল: ১২৮
অর্জিত যোগ্যতা:........ ১২৯

সুন্দর নাম রাখার গুরুত্ব

সন্তান জন্মের পর তার জন্য প্রথম ও সবচেয়ে মূল্যবান উপহার হলো একটি সুন্দর নাম। নাম মানুষের পরিচয় বহন করে, যা তার মৃত্যুর পরও স্মরণীয় হয়ে থাকে। তাই সন্তানের নাম রাখা শুধু একটি রীতি নয়; এটি তার পুরো জীবনকে প্রভাবিত করতে পারে।

নাম রাখার ক্ষেত্রে কার অধিকার বেশি?

নাম রাখা নিয়ে অনেক সময় পরিবারে প্রতিযোগিতা দেখা যায় — নানা-নানী, দাদা-দাদী, কাকা-কাকী সবাই নিজস্ব পছন্দের নাম দিতে চান। ইসলামের দৃষ্টিতে শিশুর নাম রাখার অধিকার **ক্রম অনুযায়ী:**

১. মা-বাবা
২. দাদা-দাদী
৩. নানা-নানী
৪. ভাই-বোন
৫. চাচা-মামা, ফুফু-খালা এবং অন্যান্য আত্মীয়স্বজন

মতানৈক্য হলে বাবার সিদ্ধান্তই প্রাধান্য পাবে। তবে উত্তম হলো, বাবা-মা একসঙ্গে পরামর্শ করে সন্তানের নাম নির্ধারণ করবেন। পরিবারের মুরুব্বীদের মতামত নেওয়াও ইসলামের সৌন্দর্যের অংশ।

আল্লাহ্ তাআলা বলেন:

"তোমরা তাদের (সন্তানদের) পিতাদের নামেই ডাকো। এটিই আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত।"
— (সূরা আহযাব: ৫)

নাম রাখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

১. মুহাক্কিক আলেমের পরামর্শ নিন:

নাম রাখার আগে কোনো বিশুদ্ধ জ্ঞানসম্পন্ন আলেমের পরামর্শ নেওয়া উত্তম। এতে নামের অর্থ ও বৈধতা নিশ্চিত করা যায়।

সন্তানকে প্রথম মাদ্রাসায় ভর্তির ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়।

সন্তান মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে এক অমূল্য নেয়ামত। সন্তান দুনিয়াতে আসার পর প্রথম চার থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত লেখাপড়া সংক্রান্ত কোনো ঝামেলা থাকে না। কিন্তু যখন লেখাপড়ার বয়স আসে, তখন অভিভাবককে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হয়—তা হলো সন্তানের জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করা।

মাদরাসামুখী অভিভাবকগণ এ সময়ে সাধারণত অতিরিক্ত দুশ্চিন্তায় পড়ে যান। বিশেষ করে যারা মাদরাসা জগত সম্পর্কে ভালোভাবে জানেন না, তাদের জন্য এটি একটি বড় চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, বর্তমানে মাদরাসা স্কুলের ছড়াছড়ি। বাহিরে বড় বড় বিজ্ঞাপন দেখে প্রভাবিত হওয়া উচিত নয়, আবার হুট করে কোনো এক জায়গায় সন্তানকে ভর্তি করিয়ে দেওয়াও সঠিক সিদ্ধান্ত নয়।

প্রথমে আপনাকে জানতে হবে, আপনি আপনার সন্তানকে কী বানাতে চান—এই লক্ষ্যটা আপনার কাছে স্পষ্ট হতে হবে। তারপর দেখবেন, যে প্রতিষ্ঠানে আপনি ভর্তি করাতে যাচ্ছেন, তাদের লক্ষ্য আপনার লক্ষ্য এবং চাহিদার সঙ্গে মিল রয়েছে কি না। সবকিছু নিশ্চিত হওয়ার পরেই ভর্তি সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত।

সবচেয়ে বুদ্ধিমান কাজ হচ্ছে—আপনার পরিচিত কোনো আলেমের সাথে পরামর্শ করা। বর্তমানে একেক মাদরাসার প্রাথমিক কারিকুলাম একেক রকম। তবে সকল কারিকুলামের উদ্দেশ্য অভিন্ন। মাদরাসা শিক্ষার সূচনাতেই যে বিভাগ থাকে, তার নাম নূরানী বিভাগ। সাধারণত এই বিভাগের ক্লাসগুলো তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত চলে।

তবে একেক প্রতিষ্ঠান একেকভাবে এই বিভাগ সাজায়। যেমন: কেউ শিশু শ্রেণি থেকে শুরু করে, কেউ আবার প্লে বা নার্সারি থেকে ভর্তি করে। ক্লাস রুটিনও একেক রকম হয়ে থাকে। স্থান, কাল, পাত্র বুঝে প্রতিষ্ঠান রুটিন তৈরি করে।

নূরানী বিভাগের মূল পড়া

আমরা আগেও আলোচনা করেছি, আপনি সন্তানকে যেই শ্রেণিতে ভর্তি করান না কেন, শুরুতেই তাকে নূরানী বিভাগে ভর্তি করাতে হবে। এই বিভাগের মূল